

আবাসন ভাউচার নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র-কাউন্সিল দ্বন্দ্ব

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির নতুন বাজেট অনুমোদনের সময়সীমা যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই আবাসন ইস্যুতে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভাড়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও, আবাসন ভাউচার কর্মসূচির অর্থায়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ে মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে সিটি কাউন্সিলের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়েছে।

নতুন বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার আগে মেয়র জোহরান মামদানি এবং সিটি কাউন্সিলের মধ্যে আবাসন নীতি নিয়ে ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ॥ Issue 40 / June 29, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ॥ সংখ্যা ৪০ ॥ সোমবার, জুন ২৯, ২০২৬, আষাঢ় ১৫, ১৪৩৩ ॥ মহররম ১৩, ১৪৪৮

সুপ্রিম কোর্টে রায়

নির্ধারণ হতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট কয়েক দিনের মধ্যেই একাধিক ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পুরাতন নীতির নতুন মোড়ক

ইমিগ্রেশন নীতিতে কঠোর প্রয়োগ : বাড়ছে উদ্বেগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন বিরোধী নীতিতে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের পাশাপাশি স্থায়ী বা বৈধ অভিবাসীরাও চরম বাস্তবতার ও দু:সময়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। একাধিক অভিবাসন নীতির মামলায় সাম্প্রতিক সময়ে সুপ্রীম কোর্টসহ আপিল ও ফেডারেল কোর্টে রায়ে ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তির পক্ষে থাকায় এবার আইনী জটিলতা কাটিয়ে অভিবাসন নীতির কঠোর প্রয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্বাহী আদেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



অনথিভুক্ত অভিবাসীদের কোর্টের শুনানী ছাড়াই দ্রুত বহিষ্কার নীতি ও টেম্পরারী প্রটেকশন বাতিলে কোর্টের রায়, সিটিজেনশীপ বাতিল প্রক্রিয়া ও ফি বৃদ্ধির এবং গ্রীন কার্ডধারীদের ক্ষেত্রে কঠোর নীতির প্রয়োগ সহ একাধিক নীতি কার্যকর ও প্রয়োগে ডিএইচএসের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও বহুল আলোচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

এক বছরে স্বাস্থ্যবিমা হারিয়েছেন ৫০ লাখ মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেইড ও অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (এসিএ) স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি থেকে বাদ পড়েছেন ৫০ লক্ষাধিক মানুষ। নতুন এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে নিবন্ধিত মানুষের সংখ্যা গত এক বছরে ৫০ লাখেরও বেশি কমেছে বলে । স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি গ্রুপ প্রটেক্ট আওয়ার কেয়ার এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, এই স্বাস্থ্যবিমা হারানো পেছনে রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন আইন, এসিএ ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং স্বাস্থ্যবিমা পাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম আরোপ।



এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জুনের তুলনায় মেডিকেইড ও চিলড্রেনস হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম (সিএইচআইপি) থেকে প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ বাদ পড়েছেন। একই সময়ে এসিএ মার্কেটপ্লেস পরিকল্পনায় নিবন্ধন কমেছে আরও প্রায় ১২ লাখ। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ হারিয়েছেন ৫০ লাখেরও বেশি মানুষ।

প্রটেক্ট আওয়ার কেয়ার এর নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাড উডহাউস এনবিসিকে বলেন, পরিস্থিতি ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মামদানি সমর্থিত প্রার্থীদের জয়জয়কার

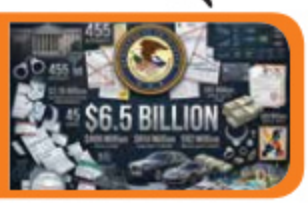
ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাই (প্রাইমারি) নির্বাচনে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সমর্থিত প্রার্থীরা। তার সমর্থন পাওয়া তিনজন ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৬.৫ বিলিয়ন ডলার জালিয়াতি: চিকিৎসকসহ ৪৫৫ জন অভিযুক্ত

- আত্মসাতের অর্থ দিয়ে কিনেছেন রিসোর্ট আর রোলস রয়েস
- নিউইয়র্কের ২০ জনও এই তালিকায়



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড কর্মসূচি থেকে চিকিৎসার নামে প্রতারণা ও ভুয়া রোগী দেখিয়ে অন্তত ৬.৫ বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৪৫৫ জনকে অভিযুক্ত করেছে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্তদের মধ্যে ৯০ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী রয়েছেন। অভিযুক্তরা নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ও করদাতাদের অর্থ আত্মসাত করে ব্যয় করেছেন নিজেদের বিলাসবহুল ফেরারী, রোলস রয়েলস গাড়ি, হীরার গয়না, প্রাসাদ, শিল্পকর্ম, ব্যক্তিগত ইয়ট ও বিদেশি রিসোর্ট কেনার পেছনে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর তদন্তে উঠে এসেছে এমন তথ্য। এই ৪৫৫ জন অভিযুক্তের তালিকায় নিউইয়র্কের ২০ জন ব্যাক্তি রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে মেডিকেইড ফ্রড সহ ভুয়া স্বাস্থ্যসেবা দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডিওজে'র মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ এই অভিযানকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতির বিরুদ্ধে ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের সবচেয়ে বড় যৌথ অভিযান বলে উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫টি অঙ্গরাজ্য ও বিভিন্ন শহরে পরিচালিত এই অভিযানে মোট ৪৫৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অর্থ আত্মসাৎ করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছেন বলে অভিযোগ।

নিউইয়র্কে তদন্তে দেখা গেছে, একাধিক অপরাধচক্র দীর্ঘদিন ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে 'চাইল্ডকেয়ার ভাউচারে'র নিয়ম শিথিল আরও দুই বছর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির এক লাখেরও বেশি শিশুর পরিবারের আপাতত চাইল্ডকেয়ার ভাউচারের কঠোর নিয়ম থেকে আপাতত দুই বছরের জন্য রক্ষা পেলো । গভর্নর ক্যাথি হোকুল চাইল্ডকেয়ার ভাউচার পাওয়ার নিয়ম কঠোর করার পরিকল্পনা আপাতত দুই বছরের জন্য স্থগিত করেছেন। ফলে হাজারো পরিবার ও চাইল্ডকেয়ার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিক বড় ধরনের সংকট থেকে রক্ষা পেল।

নিউইয়র্কের চাইল্ড কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (স্যাপ)-এর আওতায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলো শিশুদের পরিচর্যার খরচ মেটাতে ভাউচার পেয়ে



থাকে। বর্তমানে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৩০০ ডলার পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হয়।

বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, অভিভাবকরা শুধুমাত্র তারা যত ঘন্টা কাজ করেন বা পড়াশোনা করেন, তত ঘন্টার জন্যই ভাউচার সুবিধা পাওয়ার কথা। তবে দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক সিটিতে এই নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়নি।

সম্প্রতি রাজ্যের কর্মকর্তারা সিটি কর্তৃপক্ষকে নিয়মটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। চাইল্ডকেয়ার সেন্টার, পরিবার ও শিশু অধিকারকর্মীরা সতর্ক করেন, এতে হাজারো পরিবার শিশুদের পরিচর্যার সুবিধা হারাতে পারে এবং অনেক সেন্টার আর্থিক সংকটে পড়ে বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

বৃহস্পতিবার গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঘোষণা করেন, নিউইয়র্ক সিটিকে নিয়মটি কার্যকর করতে আর ও ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR

ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?

ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন

- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS

টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

এখন থেকে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেতে দিতে হতে পারে ১৬ লাখ টাকা



দ্য গার্ডিয়ান : যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নতুন কঠোর আইন আনতে যাচ্ছে সরকার। প্রস্তাবিত আইনে, আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যয়ের অংশ হিসেবে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড (প্রায় ১৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা) পরিশোধ করতে হবে। এ অর্থ পরিশোধ না করলে তারা স্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্যে বসবাসের অনুমতি (সেটেলমেন্ট) পাবেন না।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হবে। নতুন এই আয়ভিত্তিক অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাসাইলাম বিল-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা একে শিক্ষা ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেও মানবাধিকার ও শরণার্থী সহায়তা সংস্থাগুলো এর তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, যুদ্ধ, নির্যাতন ও দুর্ভিক্ষ থেকে পালিয়ে আসা মানুষের ওপর এটি কার্যত অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার শামিল।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই প্রকল্প থেকে সরকারের আর্থিক লাভ খুবই সীমিত হবে। কারণ আশ্রয় পাওয়ার পাঁচ বছর পরও অধিকাংশ শরণার্থীর আয় তুলনামূলক কম থাকে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, শরণার্থী মর্যাদা পাওয়ার পাঁচ বছর পর মাত্র ১৩ শতাংশের বার্ষিক আয় ২০ হাজার পাউন্ড বা তার বেশি ছিল। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের জাতীয় জীবিকা নির্বাহযোগ্য ন্যূনতম মজুরি বছরে প্রায় ২৫ হাজার পাউন্ড।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেন, আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা দেওয়া যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি আয় করতে সক্ষম হলে তাদেরও সেই সহায়তার একটি অংশ ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, যারা আর্থিকভাবে সক্ষম হবেন, তাদের কাছ থেকে ব্রিটিশ জনগণের দেওয়া সহায়তার প্রতিদান হিসেবে এই অর্থ পরিশোধের প্রত্যাশা করা হবে।

হোম অফিস জানিয়েছে, আশ্রয়প্রার্থীদের মোট প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী এই অর্থের পরিমাণ পরিবর্তনের ক্ষমতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে থাকবে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন অবজারভেটরির পরিচালক ম্যাডেলিন সাম্পশন বলেন, আয়ের সীমা তুলনামূলক কম নির্ধারণ না করলে খুব অল্পসংখ্যক শরণার্থীই এই প্রকল্পের আওতায় অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। তার মতে, এতে সরকারের রাজস্ব আয় খুব বেশি বাড়বে না, বরং কিছু শরণার্থী কাজ করতে নিরুৎসাহিত হতে পারেন বা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র এড়িয়ে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে পারেন।

এদিকে, প্রস্তাবিত বিলে ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৮ অভিবাসন ও বহিষ্কারসংক্রান্ত মামলায় কীভাবে প্রয়োগ হবে, সে বিষয়ে নতুন নির্দেশনা যুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি অভিবাসীদের বয়স নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও কঠোর করা এবং আধুনিক দাসত্ব-সংক্রান্ত আইনের কিছু বিধান সংশোধনেরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ডেমোক্রেটিক দলের রাজনীতিতে যেভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন জোহরান মামদানি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাতে নিয়ন রঙের জমকালো পোশাক পরা চার ব্যক্তি রাস্তার পাশে উৎসবের আমেজ তৈরির চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানস্থলের পানশালাটি তখনো ঠিকমতো খোলা হয়নি। সেখান থেকে কিছুটা দূরে ডেমোক্রেটি দলের প্রাথমিক বাছাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়া আদ্রিয়ানো এসপাইলাতের সমাবেশ চলছিল। কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাটদের প্রাথমিক বাছাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এসপাইলাত ওয়াশিংটনে যেতে ২০ বছর চেষ্টা করে গেছেন। কংগ্রেসে আরও ১০ বছর কাটিয়েছেন। তিনি নিজের পরাজয় স্বীকার করে বক্তব্য দিতে নিউইয়র্কে এসেছিলেন এবং ১০ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে চলে যান।

আসল পার্টি চলছিল প্রায় তিন মাইল দূরে। সেখানেই জোহরান মামদানি তাঁর সমর্থিত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে তিনটি বিজয় উৎসবের শেষ পর্বটি সারছিলেন। এই প্রার্থীরা হয়তো মামদানির সমর্থন ছাড়া কংগ্রেসের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারতেন না। অথচ মাত্র এক বছর আগেই ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়রপ্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে (প্রাইমারি) অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে জোহরান রাজনৈতিক বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন।

জোহরান মামদানি বলেন, 'আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, গত জুনে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে যা ঘটেছিল, তা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। সেটা শেষ ছিল না, ছিল শুরু।'

এসব জয় প্রমাণ করে, নিউইয়র্কের রাজনীতি ও ডেমোক্রেটিক পার্টিতে এখন ক্ষমতার নতুন এক কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। ব্রুকলিনভিত্তিক হাউস ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফরিস তাঁর দলের দুজন বর্তমান সদস্যকে হারিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি একদল উদীয়মান আন্দোলনকারীর



বর্তমান কংগ্রেস সদস্য ড্যান গোল্ডম্যানকে পরাজিত করা প্রার্থী ব্র্যাড ল্যান্ডারের সঙ্গে জোহরান মামদানি ছবি: রয়টার্স

মুখোমুখি হচ্ছেন। আর ডেমোক্রেটিক রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা এই সাফল্যে মোটেও খুশি নন।

এই নেতারা দাবি করছেন, তাঁরা নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন এবং এমন একজন মেয়র পেয়েছেন, যাঁকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। মামদানিবিরোধী সিটি কাউন্সিলের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিএনএনকে বলেন, মেয়রের চারপাশে থাকা তাঁর মিত্ররা এখন একটি কথাই বলাবলি করছেন–মামদানি শুধু নিজের শর্তেই বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী।

বিরোধী কাউন্সিল সদস্যরা এখন মামদানিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উপায় খুঁজছেন। তা হতে পারে তাঁর কোনো উন্নয়নকাজের তহবিল আটকে দিয়ে বা অন্য কোনো ছোটখাটো উপায়ে তাঁকে খাটো করে।

তবে মামদানি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলছেন, একটা বিপ্লব দেখতে এমনই হয়, যা তাঁর নিজের শর্তে চলছে। তিনি আভিলা শেভালিয়ার নামের এক সাবেক নির্বাচনী স্বেচ্ছাসেবককে বড় পদে নিয়ে এসেছেন, যাঁর অতীতের অনেক টুইট নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক আছে এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের পক্ষে সমাবেশে যোগ দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে। হিস্প্যানিক ককাসের চেয়ারম্যানের মতো প্রভাবশালী নেতা থাকা সত্ত্বেও মামদানি শেভালিয়ারকে কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

অথচ গত বছর অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে মামদানির প্রাথমিক বাছাইয়ে জয়ের পর অন্য ডেমোক্র্যাটরা যখন পাশে ছিলেন না, তখন এসপাইলাত নিজেই মামদানিকে সমর্থন করেছিলেন। মেয়রের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানেন, এমন দুজন ব্যক্তি বলেন, মেয়র প্রথমে আভিলা শেভালিয়ারের জেতার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট এবং অন্য মিত্রদের নিয়ে ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে মেডিকেইডে ২০২৭ সাল থেকে নতুন শর্ত : বাদ পড়তে পারেন যারা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের জন্য বড় পরিবর্তন আসছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধাভোগীকে স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ চালিয়ে রাখতে কাজ, পড়াশোনা, চাকরির প্রশিক্ষণ বা কমিউনিটি সেবামূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। এসব শর্ত পূরণ করতে না পারলে তারা মেডিকেইড সুবিধা হারাতে পারেন।



নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত অঙ্গরাজ্যে ৬৪ লাখের বেশি এবং শুধু নিউইয়র্ক সিটিতে ৩০ লাখের বেশি মানুষ মেডিকেইডের আওতায় রয়েছেন। ফলে নতুন এই নীতির প্রভাব পড়তে পারে বিপুলসংখ্যক বাসিন্দার ওপর।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে, তাদের প্রতি মাসে অন্তত ৫৮০ ডলার আয় করতে হবে অথবা চাকরি, পড়াশোনা, চাকরির প্রশিক্ষণ কিংবা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজসহ অনুমোদিত কার্যক্রমে মোট ৮০ ঘণ্টা অংশগ্রহণ করতে হবে। একাধিক কার্যক্রম মিলিয়েও এই ৮০ ঘণ্টা পূরণ করা যাবে।

তবে সবার জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোর, ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি, মেডিকেয়ার সুবিধাভোগী, আমেরিকান ইন্ডিয়ান ও আলাস্কার আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুর পরিচর্যাকারী, এসএনএপি বা টিএএনএফ কর্মসূচির নির্ধারিত শর্ত পূরণকারীরা, মাদকাসক্তি নিরাময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী, কারাগারে থাকা বা সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ফস্টার কেয়ারে থাকা তরুণ-তরুণী এবং সম্পূর্ণ অক্ষমতাজনিত সুবিধাপ্রাপ্ত সাবেক সামরিক সদস্যরা এই শর্ত থেকে অব্যাহতি পাবেন।

এ ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি থাকা, নার্সিং হোমে অবস্থান, বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য অন্য এলাকায় যেতে হওয়া, ফেডারেল সরকার ঘোষিত দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বসবাস কিংবা অত্যন্ত উচ্চ বেকারত্বপূর্ণ এলাকায় থাকার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতেও সাময়িক অব্যাহতির সুযোগ থাকবে।

নতুন নিয়ম কার্যকরের আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ মনে রাখার পরামর্শ দিয়েছে অঙ্গরাজ্য সরকার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে যাদের ওপর নতুন শর্ত প্রযোজ্য হবে, তাদের ডাকযোগে বিস্তারিত নোটিশ পাঠানো হবে। ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কিছু অভিবাসন-সংক্রান্ত যোগ্যতার পরিবর্তনের কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মেডিকেইড সুবিধায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং তাদের জন্য বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির যোগ্যতা যাচাই করা হবে। আর ১ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে নতুন নিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে।

যারা ১ জানুয়ারির আগে মেডিকেইডের জন্য আবেদন করবেন বা ১ মার্চের আগে কভারেজ নবায়ন করবেন, তারা যোগ্য হলে ১২ মাসের জন্য সুবিধা পাবেন। এরপর প্রতি ছয় মাস অন্তর কভারেজ নবায়ন করতে হবে। আর ১ জানুয়ারির পরে আবেদন বা ১ মার্চের পরে নবায়ন করলে শুরু থেকেই প্রতি ছয় মাস পরপর যোগ্যতা যাচাই করা হবে।

রাজ্য কর্তৃপক্ষ সুবিধাভোগীদের ঠিকানা, ফোন নম্বর ও অন্যান্য যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ রাখার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে নতুন নিয়ম সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ বাদ না পড়ে। প্রয়োজনে নিউইয়র্ক স্টেট অব হেলথ-এর গ্রাহকসেবা নম্বর ১-৮৫৫-৩৫৫-৫৭৭৭-এ যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

ইউরোপের রেকর্ড গরমে মৃত্যুর সংখ্যা ১,৩০০ ছাড়িয়েছে: ডব্লিউএইচও

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইউরোপজুড়ে চলমান রেকর্ডভাঙা তাপপ্রবাহের কারণে ২১ জুন থেকে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি অতিরিক্ত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। রোববার (২৮ জুন) সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানান।



ডব্লিউএইচওর মতে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে। তেদরোস বলেন, তাপজনিত চাপকে প্রায়ই নীরব ঘাতক বলা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ বাড়ি, কর্মস্থল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমন চরম তাপমাত্রার জন্য প্রস্তুত নয়।

এর আগে আজ সকালে ফ্রান্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, গত বুধবার থেকে দেশটিতে প্রত্যাশিত সংখ্যার তুলনায় প্রায় এক হাজার বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাপপ্রবাহের প্রভাবে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার ওপরও ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ ইউরোপে অন্তত ১৯ কোটি ১০ লাখ মানুষ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি তাপমাত্রার মুখোমুখি হয়েছেন। জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে তাপপ্রবাহের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে।

চেক প্রজাতন্ত্রে আজ রাজধানী প্রাগের উত্তরে ডোকসানি এলাকায় ৪১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা দেশটির ইতিহাসে অন্যতম সর্বোচ্চ। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, সরকারি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্কে এই প্রথম ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নথিভুক্ত হলো।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তুরস্ক বাদে ইউরোপের প্রায় ৩৮ কোটি ১০ লাখ মানুষ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার মধ্যে অবস্থান করছেন। এর ফলে অনেক এলাকায় স্কুল বন্ধ রাখতে হয়েছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও চাপে পড়েছে।

নিউইয়র্কে এক্সট্রিম হিট ওয়াচ জারি

সিটিজুড়ে রেকর্ড তাপপ্রবাহের সতর্কতা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে চলতি সপ্তাহে মৌসুমের সবচেয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনায় সতর্ক করেছে জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ। হিট ডোম-এর প্রভাবে বুধবার (১ জুলাই) থেকে শুক্রবার (৩ জুলাই) পর্যন্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার সম্মিলিত প্রভাবে অনুভূত তাপমাত্রা ১০৫ থেকে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৪১ থেকে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এ পরিস্থিতিতে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে এক্সট্রিম হিট ওয়াচ জারি করা হয়েছে।



Borough	Wed	Thu	Fri	Heat Index
Manhattan	96°F	100°F	100°F	108–110°F
	95°F	99°F	98°F	105–108°F
Brooklyn	95°F	99°F	98°F	106–109°F
Queens	95°F	99°F	98°F	107–110°F
Bronx	95°F	99°F	98°F	105–[illegible]°F
Staten Island	96°F	102°F	100°F	

আবহাওয়াবিদরা জানান, একটি শক্তিশালী হিট ডোম বা উচ্চচাপবলয় পূর্বাঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অবস্থান করছে। এর ফলে গরম বাতাস নিচের স্তরে আটকে থাকছে এবং শীতল বাতাস বা বৃষ্টিবাহী মেঘ প্রবেশ করতে পারছে না। এতে টানা কয়েক দিন ধরে তীব্র গরম ও উচ্চ আর্দ্রতা বিরাজ করবে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার নিউইয়র্কে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৯১ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। তবে আর্দ্রতার কারণে অনুভূত তাপমাত্রা ১০০ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইরানকে আবারও নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিলেন ট্রাম্প

এএফপি : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল শনিবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি আবার যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হয়, তবে ইরানের 'আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না'। একই সঙ্গে তিনি তেহরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগও করেছেন।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'আবারও যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করায় যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজগুলো এইমাত্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণাগার এবং উপকূলীয় রাডার স্থাপনাগুলোয় হামলা চালিয়েছে।'

ট্রাম্প হুমকির সুরে আরও লেখেন, 'এমন একটি সময় আসতে পারে, যখন আমাদের পক্ষে আর সংযত থাকা সম্ভব হবে না এবং আমরা অত্যন্ত সফলভাবে যে অভিযান শুরু করেছি, তা সামরিকভাবে সম্পন্ন করতে বাধ্য হব। যদি তা ঘটে, তবে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।'

এর আগে ইরানের বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে দ্বিতীয় দফায় হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। গতকাল শনিবার এসব হামলা চালানো হয়।

হরমুজ প্রণালিতে গতকাল বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জবাবে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বলেছে, বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের চলমান হামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) আজ (শনিবার) দেশটিতে হামলা চালিয়েছে।

সেন্টকম আরও বলেছে, শুক্রবারও ২০ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেলবাহী একটি ট্যাংকারে ইরান হামলা চালিয়েছে। সেটি পানামার পতাকাবাহী ট্যাংকার ছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া ৩৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখা যায়। সেন্টকম ভিডিওটি পোস্ট করে। তবে এটি কিছুটা ঝাপসা ছিল। আকাশ থেকে ধারণ করা হয়েছিল।



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প *ফাইল ছবি: রয়টার্স*

ওই পোস্টে আরও জানানো হয়, মার্কিন নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী হরমুজের কাছে ইরানের ১০টি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হয়। এরই মধ্যে দুই সপ্তাহ আগে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছেন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা।

স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তির জন্য সুইজারল্যান্ডে দুই দেশের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়েছে। তবে স্মারকে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যেসব সমঝোতা হয়েছে, তা লঙ্ঘনের অভিযোগ দুই পক্ষই একাধিকবার একে অপরের বিরুদ্ধে এনেছে।



The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ের শঙ্কায় রাজধানী

ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় চাই মহাপরিকল্পনা

সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘনঘন মৃদু ও মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন আমাদের অমঙ্গলের বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি যুগান্তরের প্রতিবেদনে যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা দেশের আবাসন ও নগর পরিকল্পনার এক কঙ্কালসার চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দেশে ১৫০ থেকে ২০০ বছরের চক্র অনুযায়ী আগামী যে কোনো সময়ে ৭ বা তার চেয়ে অধিক মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। আর এমনটি হলে শুধু ঢাকাতেই ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যার ফলে প্রাণ হারাতে পারে ৩ থেকে ৪ লাখ মানুষ। এই বিশাল প্রাণহানির পাশাপাশি যে মাত্রার অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, তা সামলানোর সক্ষমতা বর্তমান বাংলাদেশের নেই। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৌশলবিদ্যার সেই অমোঘ সত্যটি আজ আমাদের মনে করার সময় এসেছে-ভূমিকম্প মানুষ মারে না, দুর্বল ভবনই মানুষকে মারে।

পরিতাপের বিষয়, সরকার ভূমিকম্পের প্রস্তুতি বলতে মূলত ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকায়ন কিংবা উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি কেনাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। অথচ মূল প্রস্তুতি হওয়া উচিত ছিল ভবন নির্মাণ ও সুরক্ষায়। জাইকা ও সিডিএমপির জরিপ অনুযায়ী, ঢাকার ৪ তলার ওপরের প্রায় ৬ লাখ বহুতল পাকা ভবনের অন্তত ৪০ শতাংশই চরম ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিপুলসংখ্যক ভবনকে চিহ্নিত না করে কিংবা সুরক্ষার আওতায় না এনে কেবল উদ্ধারকারী দল দিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলা করার চিন্তা অবাস্তব। কাজেই আফটার দ্য ডিজাস্টার বা দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনার চেয়ে বিফোর দ্য ডিজাস্টার বা দুর্যোগপূর্ব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপরই এখন রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ নীতিগত জোর দিতে হবে।

এই আসন্ন মহাবিপর্যয় থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে অবিলম্বে একটি সুনির্দিষ্ট, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর রোডম্যাপ নিয়ে মাঠে নামতে হবে। প্রথমত, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও সিটি করপোরেশনকে যৌথভাবে ঢাকার ১৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে জোনভিত্তিক ভাগ করে প্রতিটি বহুতল ভবনের দ্রুত রেডিয়োমেট্রিক ও স্ট্রাকচারাল সেফটি অডিট সম্পন্ন করতে হবে। কোন ৭২ হাজার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ, তা লাল তালিকাভুক্ত করে জনসমক্ষে প্রকাশ করাও জরুরি। দ্বিতীয়ত, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে ভেঙে ফেলার চেয়ে রেট্রোফিটিং বা বিশেষ প্রকৌশল পদ্ধতিতে মজবুত করার ওপর জোর দিতে হবে। তৃতীয়ত, নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক বা নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। ভবনের গুণগত মান যাচাইয়ে থার্ড পার্টি ভেরিফিকেশন বা নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অডিট বাধ্যতামূলক করাও এখন সময়ের দাবি। চতুর্থত, আমাদের স্থপতি ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)-এর ওপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে এবং এই সতর্কবার্তা অবহেলার পরিণতি হবে আত্মঘাতী। বহুতল ভবনের নিচতলায় গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য সফট স্টোরি বা দুর্বল কাঠামোগত নকশা এবং যত্রতত্র আবাসন নির্মাণের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা এখনই কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-এটাই প্রত্যাশা।



পাচারের অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ যেন ব্যর্থ না হয়

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গত ২৪ জুন জাতীয় সংসদে এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ব্যাংক খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে সৃষ্ট খেলাপি ঋণের যে অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে, তা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করার জন্য ৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) স্বাক্ষর করা হচ্ছে। সংস্থাগুলো 'নো উইন নো ফি' ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পাচারের অর্থ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা করবে। অর্থাৎ এ সংস্থার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কোনো বাড়তি ফি দিতে হবে না। তারা যে পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তারা কমিশন হিসাবে লাভ করবে। অর্থ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের কাছে কোনো আর্থিক সুবিধা দাবি করতে পারবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী এম সাইফুজ্জামান চৌধুরী, বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি খা-তবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, নাসা গ্রুপ ও ওরিয়ন গ্রুপের পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রী সংসদে আরও জানান, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য আইনি সহায়তা দেবে।

বর্তমান সরকার পাচারের অর্থ ফিরিয়ে আনার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নতুন নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এ উদ্যোগের প্রাথ মিক সূচনা করা হলেও সময়স্বল্পতার কারণে তখন সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে উদ্যোগটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় এ উদ্যোগ ব্যর্থ হতে পারে। উল্লেখ্য, পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, তবে অসম্ভব নয়। বিশ্বে অনেক দেশ আছে, যারা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাচারের অর্থ তাদের দেশে নিয়ে আসার জন্য বিদেশিদের উৎসাহিত করে থাকে। যেমন: মালয়েশিয়া 'সেকেন্ড হোম' প্রকল্পের নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিদেশ থেকে পাচার করা অর্থ তাদের দেশে নিয়ে আসা এবং বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে তুরস্কও এ ধরনের একটি আইন চালু করেছে। কোনো দেশই চায় না তাদের দেশে পাচার হয়ে আসা অর্থ ফিরিয়ে দিতে। তাই প্রথমেই অর্থ পাচারের গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

অর্থ পাচার বিশ্বব্যাপী একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এমন কোনো দেশ নেই যারা অর্থ পাচার থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকেই বেশি পরিমাণে অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে থাকে। অর্থমন্ত্রী সংসদে আরও জানিয়েছেন, দেশ থেকে মোট কত টাকা পাচার হয়েছে বা হচ্ছে, এর সঠিক হিসাব দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গঠিত শ্বেতপত্র কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে মোট ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ২৮ লাখ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, পাচার করা অর্থের সঠিক পরিমাণ কোনোভাবেই নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, যারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও পাচার করেন, তারা তাদের উপার্জিত অর্থের সূত্র ও পরিমাণ কারও কাছে প্রকাশ করেন না। পৃথিবীতে পাচারের অর্থের হিসাব সংরক্ষণের জন্য কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে। উন্নয়নের নামে যখন ব্যাপক মাত্রায় অর্থ লোপাটের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, তখন অর্থ পাচার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটে নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ পাচার হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে (আমদানি-রপ্তানি)। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। পণ্য আমদানিকালে ওভার ইনভয়েসিং এবং রপ্তানির সময় আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়। বিশ্বব্যাংকের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচার একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী মোট ৮৫ হাজার কোটি ডলার থেকে ২ লাখ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়। পাচারকৃত এ অর্থের পরিমাণ বিশ্ব জিডিপির ২ থেকে ৫ শতাংশের সমান। তার এ হিসাবও অনুমানভিত্তিক। কারণ তার দেওয়া তথ্যের মাঝে ফারাক বড়ই বেশি। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেননি আসলে কত টাকা প্রতিবছর পাচার হচ্ছে। পরিমাণগত বিতর্কে না যাওয়াই ভালো। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপিত ব্যাংকগুলোর অধিকাংশই অর্থ পাচারের নিরাপদ রুটে পরিণত হয়েছিল। সরকার সমর্থক ব্যবসায়ীরা ব্যাংক স্থাপন করে স্বনামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণের নামে বের করে নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। এসব অর্থ আর কখনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

> ... ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্বস্ততার প্রতীক। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলা হয়। ব্যাংকের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানকেও রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যক্তিমালিকানায় যে ৯টি ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়, সে প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছিলেন, এ মুহূর্তে দেশে আর কোনো ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ৯টি ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে...

সরকার পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। তবে টাকা পাচার হয়ে যাওয়ার পর তা উদ্ধারের চেষ্টা চালানোর চেয়ে টাকা যাতে পাচার না হয়, সেটা নিশ্চিত করাই বেশি প্রয়োজন। আমরা কি ভেবে দেখেছি, একজন মানুষ তার কষ্টার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করেন কেন? সাধারণত সৎভাবে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তি তার উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করেন না। প্রধানত কালোটাকা ও অপ্রদর্শিত অর্থের মালিকরাই তাদের উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করে থাকেন। কারণ এ অর্থ স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। অপ্রদর্শিত অর্থ ও কালোটাকা নিয়ে আমাদের মাঝে কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি রয়েছে। অপ্রদর্শিত অর্থ হচ্ছে সেই অর্থ, যা বৈধভাবে উপার্জিত কিন্তু দেশের প্রচলিত ট্যাক্স নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে। যেমন: কোনো ব্যক্তি বৈধভাবে ১ কোটি টাকা উপার্জন করলেন কিন্তু তার ট্যাক্স ফাইলে এ অর্থ প্রদর্শন করলেন না। অর্থাৎ কর ফাঁকি দিলেন। তাহলে সেই টাকা অপ্রদর্শিত অর্থ হিসাবে গণ্য হবে। আর কালোটাকা হচ্ছে সেই অর্থ, যা অবৈধভাবে উপার্জিত এবং দেশের প্রচলিত ট্যাক্স নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে। যেমন: কেউ যদি চোরাচালানি, দুর্নীতি বা ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে এবং উপার্জিত অর্থের ওপর কোনো ট্যাক্স প্রদান না করে, তাহলে সেই অর্থ কালোটাকা হিসাবে গণ্য হবে।

পাচার করা অর্থের গন্তব্য যেসব দেশ, তারা যদি কার্যকর উদ্যোগ নেয়, তাহলে অর্থ পাচার কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব। কিন্তু কোনো দেশ সেটি করতে চাইবে না। কানাডা কয়েক বছর আগে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাদের দেশের কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ ছাড়া কোনো বিদেশি নাগরিক যদি সম্পদ ক্রয় করেন এবং তার ব্যবহৃত অর্থ উপার্জনের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারেন, তাহলে সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করা হবে। পরবর্তীকালে এ আইন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা জানা যায়নি।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্বস্ততার প্রতীক। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলা হয়। ব্যাংকের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানকেও রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যক্তিমালিকানায় যে ৯টি ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়, সে প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছিলেন, এ মুহূর্তে দেশে আর কোনো ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ৯টি ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দিলে তার পরিণতি কী হতে পারে তার প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি। এসব ব্যাংকের বেশির ভাগই গ্রাহকদের আমানতের অর্থ ফেরত দিতে পারছে না। সরকারের পক্ষ থেকে এসব ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকগুলো আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। এ অবস্থা বিদ্যমান থাকলে আগামী দিনে ব্যাংক খাত আরও নতুন নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হবে। তাই জরুরি ভিত্তিতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে বলে দেওয়া যেতে পারে, এ সময়ের মধ্যে তারা যদি আর্থিকভাবে লাভবান হতে না পারে, তাহলে তাদের অন্য কোনো ব্যাংকের সঙ্গে মার্জার অথবা অবলুপ্ত করা হবে। কারণ, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে চালানোর সুযোগ নেই। বাজারই সিদ্ধান্ত নেবে কে টিকে থাকবে আর কে থাকবে না। এ ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমানে দেশের ব্যাংকের যে অবস্থা, তা থেকে উত্তরণ ঘটাতেই হবে। প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(অনুলিখন : এমএ খালেক)

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ : অর্থনীতিবিদ, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা

সংসদে অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতি তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক : অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ভয়াবহ দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ অনুরোধ জানান।

এ সময় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক লুটপাট ও অর্থপাচারের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের সব কর্মকাণ্ডও দুদকের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের ভিত্তি স্বচ্ছতা।

তাই যেকোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছর একটি অস্থির সময় ছিল। যমুনার অভ্যন্তরে এবং যমুনার কিনারে কী পরিস্থিতি ছিল, আপনারা সবাই জানেন।'

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের সব কার্যক্রম দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিন।

কোথায় দুর্নীতি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, কারা করেছে–সবকিছু খুঁজে বের করা হোক।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'টিআইবি কয়েক দিন আগে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আপনারা (সংসদ সদস্যরা) নিশ্চয়ই পত্রিকায় দেখেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ দুর্নীতি হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে। আমি নিজে এই দাবি করছি না; আমি শুধু প্রকাশিত প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করছি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

- অন্তর্বর্তী সরকার কোনো ধরনের দায়মুক্তি পেতে পারে না
- হয়তো সব বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম না, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আপস করেছি
- পাঁচ বছর নির্বাচন হবে না এবং ক্ষমতায় থেকে যাবে– সেই পরিকল্পনাও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়েছে

তাই তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) কোনো ধরনের দায়মুক্তি পেতে পারে না।'

অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রণীত শ্বেতপত্রের তথ্য তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহির অভাবে দেশে 'লুটেরা অর্থনীতি' ও 'ক্রনি ক্যাপিটালিজম' গড়ে ওঠে। এ সময় বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫ বছরে প্রায় ২৯ থেকে ৩০ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। ব্যাংকঋণ কেলেঙ্কারি, রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, মেগাপ্রকল্পে ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো এবং আইনের মাধ্যমে দুর্নীতিকে বৈধতা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।"

তিনি বলেন, বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের অস্থির সময় পার করে বর্তমান সরকার ৯ লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা-বাড়িতে গ্যাস সংযোগ আর নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক : চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আবাসিকের সব গ্যাস সংযোগ কেটে দিতে চায় সরকার। সম্প্রতি জ্বালানি বিভাগের এক বৈঠকে জ্বালানি সচিব এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসেনি।

পুরনো লাইনও কেটে দিতে চায় সরকার



- আবাসিকের গ্যাস দেওয়ার পরিকল্পনা শিল্পে
- বাসা-বাড়িতে ভরসা এলপিজি

তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ এ বিষয়ে গতকাল রবিবার বিকেলে দেশ রূপান্তরকে বলেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে জানানো হয়েছে, আবাসিকে এখন যে সংযোগ রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কতদিনের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'চার থেকে পাঁচ বছরের কথা বলা হয়েছে। সরকার মনে করছে আবাসিকে যে ১২ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার হয় তা শিল্পে সরবরাহ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে গৃহস্থালির গ্যাস ব্যবহারকারীরা এলপিজি ব্যবহার করবে। পৃথিবীর কোথাও এমন পাইপলাইনের গ্যাস নেই। আমাদের এখানেও থাকবে না।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এজন্য গৃহস্থালির গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাতিল করে দিয়েছে নতুন সরকার। এমনকি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে ঋণ চুক্তি সই হয়েছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে তাও বাতিল করতে বলা হয়েছে। এই খাত থেকে টাকা নিয়ে এলপিজির অবকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এতে করে এলপিজির প্রতি বোতলে ১১০ থেকে ১৪০ টাকা পর্যন্ত কমে আসবে।

এক খাতের ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করা সম্ভব কি না বা এমন ধরনের কোনো নজির আছে কি না জানতে চাইলে শাহনেওয়াজ পারভেজ বলেন, এটা এখন এডিবি এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা সহজ নয় বলে মনে করেন তিনি।

আবাসিকের গ্যাস সংযোগ এখন বন্ধ রয়েছে। কিন্তু আগে থেকে আবাসিকে যেসব সংযোগ রয়েছে তারা পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহার করেন। তবে আবাসিকে যে গ্যাস দেওয়া হয় তার বড় একটি অংশ চুরি হয়। যেহেতু বৈধ সংযোগ নেওয়ার উপায় নেই তাই অবৈধভাবে সংযোগ নিয়ে গ্যাস ব্যবহার করেন অনেকে। আবাসিক সংযোগ বৈধ হলে গ্যাস চুরির দরকার হতো না; সেক্ষেত্রে আবাসিক গ্যাস ব্যবহার থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেত বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

আবাসিকে গ্যাস সংযোগ ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি কীভাবে আলোচনায় এলো জানার জন্য তিতাস এবং জ্বালানি বিভাগে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বলেন, জ্বালানি বিভাগের একটি বৈঠকে জ্বালানি সচিব মো. সাইফুল ইসলাম এ পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি ওই বৈঠকে বলেন, এখন যারা আবাসিকে গ্যাস ব্যবহার করছেন তাদের গ্যাস সংযোগও চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কেটে দেওয়া হবে।

সূত্র জানায়, গত ২০ এপ্রিল বেলা ১১টায় জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে তিতাসের উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে পুরনো পাইপলাইন প্রতিস্থাপন এবং প্রিপেইড মিটার স্থাপন নিয়ে বৈঠক হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকটির কার্যপত্রে গত ৬ মে স্বাক্ষর করেন তিনি। তবে বৈঠকের কার্যপত্রে আবাসিকে গ্যাস ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংযোগ কেড়ে নেওয়ার এই পরিকল্পনার কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। বৈঠকে আবাসিকের গ্যাস সংযোগ না থাকার বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ না করা হলেও সাত পৃষ্ঠার কার্যপত্রের পঞ্চম পৃষ্ঠার ৪.৩-এ বলা হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগকৃত ঋণ অন্য কোনো উপযুক্ত প্রকল্পে স্থানান্তর করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পরিবর্তে নাগরিকদের জন্য এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সেই ঋণ পুনর্বিন্যাস করার বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা, সমন্বয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই প্যারার ৪টি শব্দ 'প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পরিবর্তে' উল্লেখ করে বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে পাইপলাইন স্থাপন বিষয়ে তিতাসের পরিকল্পনায়ও বাধা দেওয়া হয়। কার্যপত্রের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী আবাসিক ও বাণিজ্যিক পাইপলাইন প্রতিস্থাপন না করে কেবল যেসব এলাকায় অবস্থিত পাইপলাইন খুব জরাজীর্ণ বা প্রতিস্থাপন করা ছাড়া বিকল্প উপায় নেই, শুধু সেসব এলাকায় নির্মাণ করতে হবে।'

ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৫০ ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সংসদে অর্থবিল পাশ

করমুক্ত আয়সীমা বাড়ল কমল করপোরেট কর

নিজস্ব প্রতিবেদন : ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা বাড়িয়ে এবং করপোরেট কর কমিয়ে সোমবার জাতীয় সংসদে অর্থবিল পাশ হয়েছে। এছাড়াও আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস আইনে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। যেমন: কোম্পানি ও ব্যক্তি করদাতার লভ্যাংশ কর আগের মতোই বহাল; জিরো কুপন বন্ডের আয়কে করমুক্ত এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ওপর কর রেয়াতপ্রাপ্তির সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। গবেষণাকে উৎসাহিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের করপোরেট করও ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির কশাঘাত থেকে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের স্বস্তি দিতে নতুন অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৪ লাখ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই করহার বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার আয়কর ফাইলে থাকা স্বর্ণ বিক্রির গেইন ট্যাক্স ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ব্যাংক হিসাব খোলা এবং বন্টননামা দলিল নিবন্ধন ও সম্পত্তি নামজারির ক্ষেত্রে টিআইএন সনদের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার এবং বহুল আলোচিত 'স্বতঃপ্রণোদিত বিনিয়োগ প্রদর্শন' ধারাটিও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সোমবার অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করলে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের (বীরবিক্রম) সভাপতিত্বে কণ্ঠভোটে তা পাশ হয়।

বর্তমানে আইপিও, রাইট ইস্যু বা আরপিওর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০ শতাংশ শেয়ার পুঁজিবাজারে হস্তান্তর করলে ওইসব কোম্পানির করপোরেট কর সাড়ে ২২ শতাংশ বহাল আছে। এ ধরনের কোম্পানির সব লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করলে করহার ২০ শতাংশ। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে যেসব কোম্পানি ১০ শতাংশের কম পুঁজিবাজারে হস্তান্তর করবে, তাদের করহার ২৭ দশমিক ৫০ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ ধরনের



কোম্পানি সব লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করলে করহার দাঁড়াবে ২২ দশমিক ৫০ শতাংশ। এছাড়া গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে, ভাষা শিক্ষা ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ দিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের করপোরেট কর ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে লভ্যাংশ উৎসে কর বাতিল করা হয়। এ নিয়ে শেয়ারবাজারে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মাঝে তীব্র সমালোচনা হয়। শেয়ারবাজারের স্বার্থে আগের মতোই কোম্পানি ও ব্যক্তি করদাতার লভ্যাংশ কর আগের মতোই যথাক্রমে ২০ ও ১০ শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে সরকার ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরের জন্য এ শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে ৩ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ টাকা করা হয়। একই সঙ্গে ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরের জন্য সাড়ে ৪ লাখ এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সর্বনিম্ন করহার ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। তবে রেয়াতের সীমা কমানো এবং সঞ্চয়পত্র, সরকারি সিকিউরিটিজ, এফডিআর-এর সুদ থেকে কেটে নেওয়া উৎসে করকে চূড়ান্ত কর দায়ের বদলে অগ্রিম কর হিসাবে গণ্য করায় করদাতাদের ওপর করের বোঝা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এছাড়া স্বর্ণ বিক্রিতে গেইন ট্যাক্স ১৫ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ রিটার্নে উল্লিখিত স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার বিক্রি থেকে আয় দেখালে তা মূলধনি আয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, অঘোষিত সম্পদ বৈধ করতে অনেকে কর ফাইলে বাড়তি স্বর্ণের মজুত দেখান। এ প্রবণতা ঠেকাতেই মূলত এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করদাতা যেদিন রিটার্নে স্বর্ণ দেখিয়েছেন, সে সময় স্বর্ণের দাম যা ছিল, বর্তমানে বিক্রির সময় যে দাম পাবেন, তার ওপর ৫ শতাংশ কর দিতে হবে।

অবশ্য বহুল আলোচিত 'স্বতঃপ্রণোদিত বিনিয়োগ প্রদর্শন' ধারাটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে জমি বা ফ্ল্যাটের প্রকৃত মূল্য দেখানোর সুযোগ রেখে আয়কর আইনে ধারাটি যুক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে ডেভেলপারদের সঙ্গে চুক্তির বিপরীতে জমির মালিকের প্রাপ্ত ফ্ল্যাটের ওপর মূলধনি কর বহাল রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলধনি মুনাফা আয়ের ওপর প্রযোজ্য আয়কর, আয়সংশ্লিষ্ট বছর ও পরবর্তী ২ বছরে সমান কিস্তিতে বণ্টন করে পরিশোধ করা যাবে। অর্থাৎ ডেভেলপারকে জমি দেওয়ার বিপরীতে প্রাপ্ত ফ্ল্যাট জমির মালিক বিক্রি করলে ১৫ শতাংশ গেইন ট্যাক্স দিতে হবে। এই কর ৩ বছরে পরিশোধ করা যাবে।

অন্যদিকে চূড়ান্ত বাজেটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বস্তি দিতে প্যাকেজ ভ্যাট আরোপ থেকে সরে এসেছে সরকার। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চলতি হিসাব খোলা, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন বা বিকাশ-নগদের মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বরের (বিআইএন) বাধ্যবাধকতা বহাল থাকছে। ভ্যাট আইনে এ সংক্রান্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বর্তমানে বার্ষিক ৩০ লাখ টাকার নিচে টার্নওভার থাকলে কোনো ব্যবসায়ীকে ভ্যাট দিতে হয় না। টার্নওভার ৩০ থেকে ৫০ লাখ টাকা হলে ৪ শতাংশ হারে টার্নওভার ট্যাক্স দিতে হয়। টার্নওভার ট্যাক্সের সুবিধা হচ্ছে-এতে ইনপুট-আউটপুট ভ্যাটের জটিল হিসাব রাখতে হয় না। আর অসুবিধা হচ্ছে-লাভ-লোকসান নির্বিশেষে মোট বিক্রির ওপর নির্দিষ্ট হারে এই কর দিতে হয়। কোনো উপকরণ ক্রয়ের সময় পরিশোধিত ভ্যাটের কোনো রেয়াত বা সমন্বয় পাওয়া যায় না। বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকার বেশি হলে সাধারণত ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হয়। ২০২৬-২৭ অর্থবছরেও এই নিয়ম বহাল থাকবে।

এছাড়া স্বর্ণালংকারের পাশাপাশি রুপা, প্লাটিনাম ও ডায়মন্ডের অলংকারে ভ্যাট বসানো হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ৫ শতাংশের পরিবর্তে শুধু স্বর্ণালংকারে ভরিপ্রতি আড়াই হাজার টাকা সুনির্দিষ্ট কর (ভ্যাট) আরোপ করা হয়। পহেলা জুলাই থেকে রুপার অলংকারে ভরিপ্রতি ১০০, প্লাটিনামে আড়াই হাজার এবং ডায়মন্ডের অলংকারে গ্রামপ্রতি আড়াই হাজার টাকা ভ্যাট বসানো হয়েছে। তবে নিকোটিন পাউচের ওপর সম্পূরক শুল্ক ৪০ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে হিটেড টোব্যাকোর সম্পূরক শুল্ক।

এছাড়া স্থানীয় শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কমানো হয়েছে। পিইটি রেজিন, পিভিসি, কোল্ড-রোলড শিট, রোল প্রোডাক্টের অক্সাইড, বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক কমানো হয়েছে।

৬.৫ বিলিয়ন ডলার জালিয়াতি: চিকিৎসকসহ ৪৫৫ জন অভিযুক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরে বিভিন্ন ধরনের ভুয়া স্বাস্থ্যসেবা বিলিং করে আসছিল। এর মধ্যে ছিল ব্রুকলিনের সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কেন্দ্র, মেডিকেইড পরিবহন সেবা, প্রেসক্রিপশন জালিয়াতি এবং মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহ সংক্রান্ত ভুয়া দাবি।

ব্রুকলিনের কিছু অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা সীমিত ধারণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত রোগী দেখিয়ে বিল জমা দিয়েছে এবং কিকব্যাক বা অর্থপ্রদানের মাধ্যমে রোগী সংগ্রহ করেছে। এসব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন ডলারের ভুয়া দাবি জমার অভিযোগ রয়েছে।

আরেকটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মেডিকেইড পরিবহন জালিয়াতি, যেখানে "ঘোস্ট রাইড" নামে পরিচিত ভুয়া যাত্রার বিল করা হয়েছেড়অর্থাৎ রোগীকে বাস্তবে না নিয়ে গিয়েও পরিবহন খরচ দেখানো হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে একই যাত্রাকে একাধিক রোগীর নামে দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতারণায় কয়েক মিলিয়ন ডলার সরকারি তহবিল অপব্যবহার হয়েছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, কিছু চক্র ভুয়া প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করে ওষুধের বিল করেছে। এতে চিকিৎসকের নাম ও পরিচয় জাল করে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে এবং উচ্চমূল্যের ওষুধের জন্য ভুয়া দাবি জমা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া নিউইয়র্কে কিছু বৃহৎ ফার্ম ও কোম্পানির বিরুদ্ধে মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড ব্যবস্থায় ভুয়া মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহ দেখিয়ে শত শত মিলিয়ন ডলারের দাবি করার অভিযোগও রয়েছে। এর মধ্যে বিদেশভিত্তিক সংগঠিত অপরাধচক্রও জড়িত ছিল বলে তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক পোস্ট জানায়, সবচেয়ে আলোচিত মামলাগুলোর একটিতে টেক্সাসের নার্স মারিজেল ইউকি প্রায় ৯০৬ মিলিয়ন ডলারের ভুয়া মেডিকেয়ার দাবি জমা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, তিনি অপ্রয়োজনীয় টিস্যু গ্রাফট ব্যবহার করে রোগীপ্রতি প্রায় ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত বিল করতেন। এই স্কিম থেকে তিনি প্রায় ২৯৭ মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন বলে অভিযোগ।

তদন্ত অনুযায়ী, আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে তিনি ফিলিপাইনে ৪.৬ মিলিয়ন ডলারের একটি সমুদ্রসৈকত রিসোর্ট নির্মাণ করেন। এছাড়া কেনেন ৫৯৪ হাজার ডলারের একটি ফেরারি ২৯৬ জিটিএস, ৮৬৫ হাজার ডলারের কাস্টম বুলগারি ডায়মন্ড নেকলেস এবং একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি ও গয়না। গ্রেপ্তারের সময় তার ব্যাংক হিসাব থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার এবং নগদ ৪৬৭ হাজার ডলার জব্দ করা হয়।

আরেক মামলায় বায়োইঞ্জিনিয়ারড স্কিন গ্রাফট বিক্রিকারী একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রায়ান রোয়ানের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের অবৈধ কমিশন দিয়ে পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটরদের দাবি, তিনি ২৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে বহু মিলিয়ন ডলারের বাড়ি, জীবনবিমা এবং বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন।

তদন্তকারীরা জানান, এই চক্র মূলত হসপিস রোগীদের লক্ষ্যবস্তু বানাতো। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই রোগীদের শরীরে স্কিন গ্রাফট প্রয়োগ করা হতো, এমনকি এমন ক্ষতেও ব্যবহার করা হতো যেখানে এসব চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই চক্র মোট ১.২ বিলিয়ন ডলারের দাবি জমা দিয়ে ৬১৪ মিলিয়ন ডলার আদায় করেছে বলে অভিযোগ।

ইলিনয়ের ড্যানিয়েল রবিনসনের বিরুদ্ধে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৯২ মিলিয়ন ডলারের ভুয়া বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তার প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন শত শত ঘণ্টার কাউন্সেলিং ও থেরাপি সেবা দেওয়ার দাবি করত, যা বাস্তবে সম্ভব ছিল না।

কর্তৃপক্ষ জানায়, রবিনসন প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন এবং সেই অর্থের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট ও একটি বিলাসবহুল গাড়ির শোরুম স্থাপনে ব্যয় করেন। তার মালিকানাধীন একটি ইয়টের নাম ছিল "বাট নেকিড", যা শিকাগোতে নোঙর করা ছিল।

অন্যদিকে টেক্সাসের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জেসন ফিঙ্কেলস্টাইনের বিরুদ্ধে ৮৯ মিলিয়ন ডলারের চিকিৎসা জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তকারীরা দাবি করেছেন, তিনি শিক্ষার্থী ক্রীড়াবিদদের হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করে ভুয়া রোগ নির্ণয় করতেন এবং পরীক্ষার ফল মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখে অনুমোদন দিতেন।

একটি ঘটনায় ২০২৪ সালে এক ছাত্র ক্রীড়াবিদের পরীক্ষার রিপোর্টে সম্ভাব্য হৃদরোগের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেটিকে "স্বাভাবিক" বলে অনুমোদন দেন। মাত্র ২৪ দিন পর ওই শিক্ষার্থী বাস্কেটবল অনুশীলনের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ফ্লোরিডার ব্যবসায়ী ইব্রাহিম খালদুন হিলমির বিরুদ্ধে ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলারের ভুয়া মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তার দুটি কোম্পানি এমন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ক্ষত পরিচর্যার সামগ্রীর বিল করত যা কখনোই রোগীদের সরবরাহ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রসিকিউটরদের দাবি, তিনি অন্তত ৫.৭ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন এবং পরে সেই অর্থ হংকং ও ইন্দোনেশিয়ায় স্থানান্তর করেন। জালিয়াতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তিনি বিদেশে পালিয়ে যান। পরে সাইপ্রাসে গ্রেপ্তার হয়ে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হয়।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস জানিয়েছে, এই অভিযান স্বাস্থ্যসেবা খাতে দীর্ঘদিন ধরে চলা ব্যাপক দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে সরকারের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপগুলোর একটি। কর্তৃপক্ষের মতে, এসব অর্থ মূলত নিম্ন আয়ের মানুষ, প্রবীণ নাগরিক এবং চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন থাকা ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ ছিল, যা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

আবাসন ভাউচার নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কাউন্সিল নেতাদের অভিযোগ, ভাড়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পরও মেয়র আবাসন ভাউচার কর্মসূচিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

শুক্রবার সিটি হলের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে সাবেক সিটি কাউন্সিলের স্পিকার ক্রিস্টিন কুইন বলেন, শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসন সংকটের সমাধান না করে কেবল ভাড়া স্থগিত রাখাই যথেষ্ট নয়। বর্তমান স্পিকার জুলি মেনিনসহ অনেক কাউন্সিল সদস্যও তার সঙ্গে একমত হন।

কাউন্সিল সদস্যরা জানিয়েছেন, সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার এবং আবাসন ভাউচার কর্মসূচির জন্য অতিরিক্ত কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা নতুন বাজেটে সমর্থন দেবেন না।

অন্যদিকে মেয়রের কার্যালয়ের দাবি, কর্মসূচিটির ব্যয় ইতোমধ্যে ১৮০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। সিটির আর্থিক চাপের কথা বিবেচনায় নিয়ে আগে কর্মসূচির সংস্কার এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

তবে কাউন্সিলের যুক্তি, একজন মানুষকে আবাসন ভাউচারের মাধ্যমে স্থায়ী বাসস্থানে রাখতে প্রতিদিন মাত্র ৫৪ ডলার খরচ হয়, যেখানে গৃহহীনদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার দৈনিক ব্যয় প্রায় ২৭০ ডলার।

আইন অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাইয়ের আগেই নিউইয়র্ক সিটির নতুন বাজেট অনুমোদন করতে হবে। তাই আবাসন ভাউচার নিয়ে চলমান এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত বাজেট আলোচনায় কী প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর সবার।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কৃতজ্ঞতার সাথে এতিনিটর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মামদানি সমর্থিত প্রার্থীদের জয়জয়কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান প্রার্থীই নিজ নিজ আসনে জয়ী হওয়ায় নিউইয়র্কের রাজনীতিতে মামদানির প্রভাব আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এছাড়াও অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদেও তার পরোক্ষ সমর্থিত একাধিক প্রার্থীও বিজয়ী হয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল শুধু নিউইয়র্ক নয়, জাতীয় পর্যায়েও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা, বামপন্থী রাজনীতির উত্থান এবং দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করবে।

মঙ্গলবার ২৩ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল প্রাইমারিতে মামদানি-সমর্থিত প্রার্থীরা দুটি বর্তমান কংগ্রেস সদস্যকে পরাজিত করেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্ত আসনও জয় করেন। এর মাধ্যমে নিউইয়র্কে ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিস্ট ও প্রগতিশীল রাজনীতির শক্ত অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের প্রাইমারি নির্বাচন নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক রাজনীতিতে বামঘেঁষা শক্তির উত্থান এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও নতুন সমীকরণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

সবচেয়ে আলোচিত ফলাফল আসে নিউইয়র্কের ১০ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে। সেখানে প্রগতিশীল নেতা ব্র্যাড ল্যান্ডার বর্তমান কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যানকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন। চূড়ান্ত ফলাফলে ল্যান্ডার প্রায় ৬৫.৭ শতাংশ ভোট পান, যেখানে গোল্ডম্যান পান ৩৪.১ শতাংশ। ব্রুকলিন ও লোয়ার ম্যানহাটনজুড়ে বিস্তৃত এই আসনের নির্বাচনী লড়াইয়ে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। ল্যান্ডার গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন, অন্যদিকে গোল্ডম্যান বিভিন্ন ইসরায়েলপন্থী সংগঠনের সমর্থন পান।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন, ৭ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য ক্লেয়ার ভালদেজ বিজয়ী হন। তিনি ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেইনোসোকে পরাজিত করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও রেইনোসোর পরাজয় মামদানির সাংগঠনিক শক্তির বড় প্রমাণ।

সবচেয়ে বড় চমক আসে ১৩তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে। সেখানে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট ও পিএইচডি শিক্ষার্থী দারিয়ালিজা অ্যাভিলা শেভালিয়ের দীর্ঘদিনের কংগ্রেসম্যান আদ্রিয়ানো এসপাইলাতকে অল্প ব্যবধানে পরাজিত করেন। এসপাইলাত টানা পাঁচ মেয়াদ ধরে ওই আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং কংগ্রেশনাল হিস্পানিক ককাসের চেয়ারম্যান হিসেবে জাতীয় পর্যায়েও প্রভাবশালী ছিলেন। ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী শেভালিয়েরের এই জয়কে নির্বাচনের অন্যতম বড় অঘটন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে কয়েক মাস ধরে মামদানি নিজে এই প্রার্থীদের পক্ষে সক্রিয় প্রচারণা চালান। তহবিল সংগ্রহ, জনসভা, নির্বাচনী বিজ্ঞাপন এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় সরাসরি অংশ নেন তিনি। নির্বাচনের শেষ সপ্তাহে তিনি একাধিক সমাবেশে অংশ নিয়ে ভোটারদের কাছে তার সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চান।

বিজয়ের পর ব্রুকলিনে এক সমাবেশে মামদানি বলেন, "এক বছর আগে এটি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সমাপ্তি ছিল না, বরং একটি নতুন সূচনা ছিল। আজ আমরা সেই যাত্রার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পৌঁছেছি।"

একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই ফলাফলের মাধ্যমে মামদানি এখন নিউইয়র্ক ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান 'কিংমেকার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রভাবও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের অনেকেই ধনীদের ওপর বেশি কর আরোপ, সামাজিক কর্মসূচির সম্প্রসারণ, অভিবাসন নীতিতে সংস্কার এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন।

ল্যান্ডারের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন প্রগতিশীল সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ল্যান্ডার বলেন, তার এলাকার ভোটাররা এমন নেতৃত্ব চান যারা কর্তৃত্ববাদ এবং রাজনৈতিক আপসের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেবে।

পরাজয় মেনে নিয়ে ড্যান গোল্ডম্যান বলেন, "ভোটাররা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। আমি তাদের রায়কে সম্মান করি এবং বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাই।"

এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "আমেরিকা কখনোই কমিউনিস্ট দেশ হবে না।" নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি বারবার মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যদিও মামদানি সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।

নির্বাচনের ফলাফল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরেও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দলের শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা মনে করছেন, বামপন্থী প্রার্থীদের এই উত্থান আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জন্য রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তবে মামদানি ও তার সমর্থকদের দাবি, এই ফলাফল প্রমাণ করে যে নিউইয়র্কের ভোটাররা এখন আরও প্রগতিশীল নীতি এবং নতুন ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬ সালের নিউইয়র্ক প্রাইমারি নির্বাচন শুধু কয়েকটি আসনের ফলাফল নয়; এটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যৎ আদর্শিক অবস্থান, নেতৃত্বের ধরণ এবং জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী শক্তির সম্ভাব্য প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হয়ে থাকবে।

ইমিগ্রেশন নীতিতে কঠোর প্রয়োগ : বাড়ছে উদ্বেগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সীমিতের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রায় দিতে যাচ্ছে। আসন্ন রায়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিতের পক্ষে বহাল থাকবে নাকি বাতিল হবে সেটি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে অনথিভুক্ত অভিবাসী পরিবারের মধ্যে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান একটি আইনি বাধ্যবাধকতাকে এবার কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু অ-নাগরিককে সরকারের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে, বায়োমেট্রিক তথ্য বা আঙুলের ছাপ দিতে হবে এবং নিবন্ধনের প্রমাণপত্র সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে। এই নিয়ম অমান্য করলে জরিমানা, ফৌজদারি মামলা কিংবা স্বল্পমেয়াদি কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

যদিও ডিএইচএস বলছে এটি নতুন কোনো আইন নয়, বরং পুরোনো আইনের বাস্তবায়ন মাত্র, তবুও বাস্তব প্রয়োগ শুরু হওয়ায় অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে বৈধ নথি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে এই নিয়ম নিয়ে অনিশ্চয়তা বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ব্যবস্থার আওতায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ২২ লাখ থেকে ৩২ লাখ মানুষ প্রভাবিত হতে পারেন।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি ১৪ বছর বা তার বেশি বয়সী এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ দিনের বেশি অবস্থান করছেন কিন্তু আগে কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হননি, তাদের নিজ উদ্যোগে অনলাইনে আবেদন করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। ১৪ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকদের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে এবং পরে বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হলে পুনরায় বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দিতে হবে।

তবে এই নিবন্ধন ব্যবস্থা কোনো অভিবাসন মর্যাদা প্রদান করবে না এবং এটি বৈধ স্থায়ী বসবাস বা নাগরিকত্বের পথও তৈরি করবে না বলে স্পষ্ট করেছে ডিএইচএস। বরং এটি মূলত সরকারের অভিবাসন রেকর্ড আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করার একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অন্যদিকে আদালতের সাম্প্রতিক একাধিক রায় প্রশাসনের কঠোর নীতির পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় নীতিগুলো বাস্তবায়নে আইনি বাধা অনেকটাই কমে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো দ্রুত বহিষ্কার বা এক্সপেডাইটেড রিমুভাল নীতি, যা এখন দেশব্যাপী প্রয়োগ করা যাচ্ছে। এই নীতির মাধ্যমে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসীকে আদালতের পূর্ণাঙ্গ শুনানি ছাড়াই দ্রুত বহিষ্কার করতে পারছেন।

আগে এই নীতি মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, তবে ২০২৫ সালের শুরুতে প্রশাসনিক নির্দেশনার মাধ্যমে এটি দেশজুড়ে সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে এখন দেশের যেকোনো স্থানে আটক ব্যক্তিরা যদি দুই বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের দ্রুত বহিষ্কারের প্রক্রিয়ায় নেওয়া হতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী অনেক অভিবাসীও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন, বিশেষ করে যাদের কাছে যথাযথ কাগজপত্র নেই।

অন্যদিকে টেম্পোরারি প্রোটেকটেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) সংক্রান্ত নীতিগত পরিবর্তনও বড় বিতর্ক তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্টের একাধিক সিদ্ধান্তের পর প্রশাসনের জন্য এই সুরক্ষা বাতিল বা সীমিত করার আইনি বাধা অনেকটাই কমে গেছে। ফলে হাইতি ও সিরিয়ার মতো দেশ থেকে আসা কয়েক লাখ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, টিপিএস কোনো স্থায়ী অভিবাসন সুবিধা নয় এবং এটি পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য।

এই পরিস্থিতিতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা বার্থরাইট সিটিজেনশিপ নিয়েও বড় ধরনের আইনি বিতর্ক চলছে। সুপ্রিম কোর্ট আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিতে যাচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের ব্যাখ্যাকে বদলে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী বা অস্থায়ী ভিসাধারীদের সন্তানদের স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার সীমিত করার চেষ্টা চলছে। যদি আদালত এই আদেশ বহাল রাখে, তাহলে ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব নির্ধারণে নতুন প্রশাসনিক যাচাই প্রক্রিয়া যুক্ত হতে পারে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে প্রায় সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে জন্ম সনদের পাশাপাশি বাবা-মায়ের অভিবাসন অবস্থা যাচাই করা বাধ্যতামূলক হতে পারে। এতে প্রশাসনিক জটিলতা বাড়বে এবং বহু পরিবার নাগরিকত্ব প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন।

এছাড়া নাগরিকত্ব আবেদন ফি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১,৩৩০ ডলারে উন্নীত করার প্রস্তাবও সামনে এসেছে। একই সঙ্গে নিম্ন আয়ের আবেদনকারীদের জন্য ফি ছাড় বাতিলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এই পদক্ষেপ বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য নাগরিকত্ব অর্জনকে আরও ব্যয়বহুল ও কঠিন করে তুলবে। তাদের মতে, বহু অভিবাসী বছরের পর বছর অপেক্ষা করে নাগরিকত্বের শর্ত পূরণ করলেও অতিরিক্ত খরচ তাদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিল বা ডিন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বিচার বিভাগ। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ফেডারেল মামলায় অভিযোগ গঠন ও তদন্ত জোরদার করা হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্য, নিরাপত্তা যাচাইয়ে ঘাটতি বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত নাগরিকত্ব পুনরায় যাচাইয়ের আওতায় আনা হতে পারে। ডিওজে সূত্রে জানা গেছে, যেসব ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আবেদন প্রক্রিয়ায় গুরুতর তথ্য গোপন, ভুয়া নথি ব্যবহার বা নিরাপত্তা ঝুঁকির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃতদন্ত করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো মামলাও পুনরায় খোলা হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য নতুন আইনি অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ সাধারণত অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর এই প্রক্রিয়ার পরিধি বাড়ছে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এই ধরনের উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে বৈধ নাগরিকদের মধ্যেও ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে, অন্যদিকে প্রশাসনের দাবি এটি শুধুই আইন প্রয়োগের অংশ এবং কোনো অবৈধ নাগরিকত্বকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব আবেদন ফি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর পরিকল্পনা সামনে এসেছে, যা নিয়ে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী ন্যাচারালাইজেশন আবেদন ফি প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমানে নাগরিকত্ব আবেদন করতে যেখানে গড়ে ৭১০ থেকে ৭৬০ ডলার খরচ হয়, নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হলে তা বেড়ে প্রায় ১,৩০০ ডলারের বেশি হতে পারে। একই সঙ্গে আপিল বা পুনর্বিবেচনা ফিও প্রায় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব রয়েছে। সরকারি পক্ষের যুক্তি, নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমন্বয় প্রয়োজন এবং অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। তবে অভিবাসী অধিকারকর্মীরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত নিম্ন ও মধ্য আয়ের অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব অর্জন আরও কঠিন করে তুলবে এবং বহু বছর ধরে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা থাকার পরও অতিরিক্ত খরচ অনেককে আবেদন থেকে পিছিয়ে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট বা অভিবাসন স্ট্যাটাস পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নতুন করে কঠোর যাচাই-বাছাই নীতিমালা যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে গ্রিন কার্ড বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও জটিল ও সময়সাপেক্ষ হতে পারে। নতুন নির্দেশনায় আবেদনকারীদের অতীত অভিবাসন ইতিহাস, আর্থিক সক্ষমতা, ফৌজদারি রেকর্ড এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য আরও গভীরভাবে যাচাই করা হবে। কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাক্ষাৎকার ও ডকুমেন্টেশনও বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিবর্তনের ফলে ব্যাকলগ বা আবেদন জমে যাওয়ার সমস্যা আরও বাড়তে পারে এবং অনেক বৈধ আবেদনকারী অতিরিক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে থাকবেন। অন্যদিকে সরকারি পক্ষ দাবি করছে, অভিবাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে প্রতারণা ও ভুল তথ্যের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রবণতা রোধ করা এই পরিবর্তনের অন্যতম লক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭৫টি দেশের ভিসা প্রক্রিয়া আংশিকভাবে স্থগিত বা কঠোর যাচাইয়ের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানা গেছে, যার ফলে নির্দিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য ভিসা অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিতও থাকতে পারে। নিরাপত্তা ঝুঁকি, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং অভিবাসন নীতির পুনর্মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, শিক্ষার্থী ভিসা এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক অভিবাসনের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশের আবেদনকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি কর্মী ও শিক্ষার্থীর প্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে, যা অর্থনীতি ও শ্রমবাজারেও প্রভাব ফেলবে, যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা এবং ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ করাই এই নীতির মূল উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য নতুন করে ব্যাপক নিরাপত্তা যাচাই বা ভেটিং প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার আওতায় পুরোনো ও নতুন উভয় ধরনের স্থায়ী বাসিন্দাদের তথ্য পুনরায় যাচাই করা হতে পারে। নতুন নীতিতে বলা হচ্ছে, অভিবাসীদের আর্থিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ইতিহাস, ডিজিটাল রেকর্ড এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে র‍্যান্ডম রি-ভেটিং বা পুনরায় স্ক্রিনিংও করা হতে পারে। এতে গ্রিন কার্ডধারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে কারণ দীর্ঘদিন ধরে বৈধভাবে বসবাস করলেও নতুন যাচাই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি হতে পারে। সরকারের দাবি এটি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার এবং অভিবাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বাড়ানোর অংশ, তবে সমালোচকরা বলছেন এই ধরনের নীতি অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বাড়াতে পারে এবং বাস্তব প্রয়োগ হলে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী অভিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এসব নীতির সম্মিলিত প্রভাব অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবার, দীর্ঘমেয়াদি অনথিভুক্ত অভিবাসী এবং শরণার্থী পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। তারা বলছে, কঠোর নীতি প্রয়োগের ফলে অনেক মানুষ সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভয় পেতে পারে, যা সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার কমিয়ে দেবে।

অন্যদিকে প্রশাসনের দাবি, এসব পদক্ষেপ আইনগত কাঠামোর মধ্যেই অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও শৃঙ্খলিত করার জন্য নেওয়া হচ্ছে। তাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে কাগজে-কলমে থাকা আইনগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় ব্যবস্থায় অনিয়ম ও জটিলতা তৈরি হয়েছে। নতুন নীতির মাধ্যমে সেই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির বর্তমান ধারা এক নতুন কঠোর বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। আদালতের আসন্ন রায়, প্রশাসনিক বিধিমালা এবং নীতিগত পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাব আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কে 'চাইল্ডকেয়ার ভাউচারে'র নিয়ম শিথিল আরও দুই বছর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুই বছরের ছাড় (ওয়েভার) দেওয়া হচ্ছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্তমানে ভাউচার সুবিধা পাওয়া পরিবারগুলোর সহায়তা কমবে না এবং চাইল্ডকেয়ার সেবাদাতারাও বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন না। একই সঙ্গে কর্মসূচিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ মিলবে।

বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটিতে এক লাখের বেশি শিশু এই ভাউচার সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া আরও ২৬ হাজার শিশু অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে।

মেয়র জোহরান মামদানি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেসব অভিভাবকের কাজের সময় পরিবর্তনশীল বা অতিরিক্ত শিফট করতে হয়, তাদের জন্য নমনীয় চাইল্ডকেয়ার সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে শিশু অধিকারকর্মীদের একাংশ বলছেন, নিউইয়র্ক সিটিকে যেহেতু বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাই অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য কাউন্টির পরিবারগুলোকেও একই ধরনের সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করা উচিত।

অতীতের তোষামোদ ও ব্যক্তিপূজা বন্ধের আহ্বান সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* : জাতীয় সংসদকে সরকারি ও বিরোধী দল নামক দুটি 'চাকার' ওপর চলা একটি যানবাহনের সঙ্গে তুলনা করে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার সংস্ক...তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ সোমবার স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

নিজের সমাপনী বক্তব্যে বিরোধী দলীয় নেতা অতীতের সংসদীয় 'নেতিবাচক সংস্কৃতি', ব্যক্তিপূজা, তোষামোদ এবং চরিত্রহননের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।

'বিরোধী দলকে দুর্বল করার সরকারি প্রবণতা'র তীব্র সমালোচনা করে শফিকুর রহমান বলেন, 'সংসদেরও দুইটা টায়ার (চাকা)। একটা সরকারি দল, আরেকটা বিরোধী দল। যেকোনো একটা টায়ার অকেজো হয়ে গেলে যান চলবে না। এক টায়ারে আপনি পিন লাগাবেন, পেরেক মারবেন, তাহলে কিন্তু ওই টায়ারটা ফুটো হয়ে যাবে। আর ফুটো হয়ে গেলে সেই গাড়ি আর চলবে না।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'একটা চমৎকার প্রবণতা আমরা লক্ষ করছি, প্রায় সকলেই কুচিকুচি করে কাটার পরে বলেন, এগুলো ছাড়েন, আমাদের সঙ্গে চলে আসেন। আমরা ওই কুচিকুচি করার জন্য এখানে আসি নাই।'

শফিকুর রহমান বলেন, বিরোধী দল মানেই সবকিছুর অন্ধ বিরোধিতা করা নয়, আবার সরকারি দল যা চাইবে তা চোখ বন্ধ করে সমর্থন করাও নয়। তিনি বলেন, 'সরকারি দলকেও বিরোধী দলকে সম্মান করার মানসিকতা থাকতে হবে, আর বিরোধী দলেরও সংগত সকল বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করার মানসিকতা থাকতে হবে।'

অতীতের সংসদীয় তোষামোদের সংস্কৃতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'অতীতের সংসদে দায়িত্বরত ব্যক্তিকে তোষামোদ করার জন্য গান ও কবিতা লেখা হয়েছে, স্বপ্নবিলাস হয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে এই সংসদে এগুলো করা অনুচিত। এটি তোষামোদের জায়গা নয়, দায়িত্ব পালনের জায়গা।'

বাজেটে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা না থাকায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেন বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি দাবি করেন, 'গত সাড়ে ১৫ বছরে দেশ থেকে যে ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, তার মাত্র নয় ভাগের এক ভাগও যদি আগামী অর্থবছরে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে আমাদের কোনো বাজেট ঘাটতি থাকবে না।'

তিনি আরও যোগ করেন, শুধু অর্থ ফেরত আনলেই হবে না, বরং সম্পদের সঙ্গে অপরাধীদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না পায়।

ব্যবসায়ীদের কর দেওয়ার বিষয়ে তিনি একটি 'একক কর' নীতির প্রস্তাব করে বলেন, 'ট্যাক্স শুধু একটাই হবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো করের অনানুষ্ঠানিক চাপ থাকবে না। তাহলে ব্যবসায়ীরা আরও বেশি কর দিতে উৎসাহিত হবেন।'

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের নানাবিধ সমস্যা তুলে ধরে শফিকুর রহমান বেশ কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন:

কওমি ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসা: কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও এ দেশের নাগরিক উল্লেখ করে তিনি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানান। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় থাকা ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ অন্যান্য যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দ্রুত এমপিওভুক্ত করার আহ্বান জানান।

গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়: দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের তাগিদ দেন তিনি। অন্যথায় দেশ চিরকাল আমদানিনির্ভরই থেকে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্য খাত: নতুন নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণের আগে বিদ্যমান হাসপাতালগুলোর জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট দূর করার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া লাইসেন্স বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করার সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের তীব্র সমালোচনা করেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'যেখানে ৮৫ হাজার টাকায় মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা, সেখানে নিরীহ শ্রমিকদের কাছ থেকে ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা নেওয়া হচ্ছে।'

এই সিন্ডিকেট ভেঙে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সংসদের অধীনে একটি বিশেষ 'টাস্কফোর্স' গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতি তিন বা চার মাস পর পর বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংসদে উপস্থাপনের দাবি জানান শফিকুর রহমান। এ ছাড়া বাংলাদেশের অর্থবছর 'জুলাই-জুন' থেকে পরিবর্তন করে 'জানুয়ারি-ডিসেম্বর' করার একটি বৈপ্লবিক প্রস্তাব দেন তিনি।

একই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ বৈষম্য দূর করা, সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প দ্রুত শেষ করা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান এবং ভোলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা নামের কাঙাল নই, আমরা কাজের কাঙাল। কাজটাই দেখতে চাই।'

সিটিজুড়ে রেকর্ড তাপপ্রবাহের সতর্কতা

৩-এর পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার তাপপ্রবাহ আরও তীব্র হয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং অনুভূত তাপমাত্রা ১০৫ থেকে ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে।

শুক্রবার, যা সপ্তাহের সবচেয়ে গরম দিন হতে পারে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। তবে আর্দ্রতার কারণে অনুভূত তাপমাত্রা ১০৮ থেকে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে।

শনিবার (৪ জুলাই) কিছুটা স্বস্তি মিললেও গরম পুরোপুরি কমবে না। সেদিনও অনুভূত তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি থাকতে পারে।

আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, পাঁচটি বরোতেই তীব্র গরম অনুভূত হবে। তবে কংক্রিটের আধিক্য, জনঘনত্ব এবং আরবান হিট আইল্যান্ড প্রভাবের কারণে ম্যানহাটন ও ব্রঙ্কসে গরমের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হতে পারে। এসব এলাকায় অনুভূত তাপমাত্রা ১০৮ থেকে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

কুইন্সে অনুভূত তাপমাত্রা ১০৬ থেকে ১০৯ ডিগ্রি, ব্রুকলিনে ১০৫ থেকে ১০৮ ডিগ্রি এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ১০৪ থেকে ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাস সঠিক হলে নিউইয়র্কে কয়েকটি দীর্ঘদিনের তাপমাত্রার রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে। বিশেষ করে ২ জুলাই সেন্ট্রাল পার্কের ১০০ ডিগ্রি এবং ৩ জুলাই ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোতেই তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়বে। বুধবার ম্যানহাটনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৯৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ব্রুকলিনে ৯৫ ডিগ্রি, কুইন্সে ৯৫ ডিগ্রি, ব্রঙ্কসে ৯৫ ডিগ্রি এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ৯৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে উচ্চ আর্দ্রতার কারণে এসব এলাকায় অনুভূত তাপমাত্রা ১০৫ থেকে ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে থাকতে পারে।

বৃহস্পতিবার তাপপ্রবাহ আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। এদিন ম্যানহাটনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ১০২ ডিগ্রি এবং ব্রুকলিন, কুইন্স ও ব্রঙ্কসে প্রায় ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আর্দ্রতার কারণে ম্যানহাটন ও ব্রঙ্কসে অনুভূত তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। কুইন্সে তা ১০৯ ডিগ্রি, আর ব্রুকলিন ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত অনুভূত হতে পারে।

শুক্রবারও পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হবে না। ম্যানহাটন ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং ব্রুকলিন, কুইন্স ও ব্রঙ্কসে ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। এদিনও পাঁচটি বরোতেই অনুভূত তাপমাত্রা ১০৫ থেকে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ সতর্ক করেছে, দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র গরম ও উচ্চ আর্দ্রতা বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, হৃদরোগ বা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগী, বাইরে কর্মরত শ্রমিক এবং দীর্ঘ সময় রোদে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি শহরের হিট ইমার্জেন্সি প্ল্যান চালুর ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার থেকে পাঁচটি বরোতেই শত শত বিনামূল্যের কুলিং সেন্টার চালু করা হবে, যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিতে পারবেন। এর মধ্যে প্রতিবন্ধীবান্ধব এবং পোষা প্রাণী নিয়ে প্রবেশের সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রও থাকবে।

নগর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে রোদে না যাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা, হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা এবং কোনো অবস্থাতেই শিশু বা পোষা প্রাণীকে পার্ক করা গাড়ির ভেতরে রেখে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি একা বসবাসকারী বয়স্ক ও অসুস্থ প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হওয়ার আগেই ভূমি-স্তরের ওজোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নিউইয়র্ক অঞ্চলে এয়ার কোয়ালিটি অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা শিশু, বয়স্ক এবং হাঁপানি বা হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে দীর্ঘ সময় অবস্থান না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাসা-বাড়িতে গ্যাস সংযোগ আর নয়

৫-এর পৃষ্ঠার পর

বছরের পুরনো পাইপলাইন রয়েছে। এসব পাইপলাইনে গ্যাস লিকেজের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এসব পাইপলাইন প্রতিস্থাপন না করে সংস্কার করে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য গতকাল সন্ধ্যায় জ্বালানি সচিবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো উত্তর দেননি। এমনকি তার হোয়াটসঅ্যাপে এ বিষয়ে প্রশ্ন পাঠানো হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

এখন প্রতিদিন যে গ্যাস ব্যবহার হয় তার ১২ শতাংশ গৃহস্থালিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই হিসাবে গড়ে প্রতিদিন ৩৩৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৫ সালের দিকে আবাসিকে নতুন সংযোগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পুরনো গ্যাস ব্যবহারকারীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

বিগত অর্ন্তবর্তী সরকারের সময়েও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গ্যাস সংযোগ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'নতুন সংযোগ কখনো আর দেওয়া হবে না। পুরনোগুলোও বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবাসিকে সংযোগ উন্মুক্ত হতে পারে এমন ধারণা করা হলেও এখন উল্টো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। যাদের আবাসিক সংযোগ রয়েছে তাদের সংযোগও এখন আর থাকবে না।

রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরের বহুতল ভবনে এলপিজি ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ। একই সঙ্গে এলপিজি পরিবহন জটিল একটি বিষয়। বিশ্বের অনেক দেশ এলপিজির পরিবর্তে এখন পাইপলাইনের গ্যাসকে সুবিধাজনক বিবেচনা করছে। সম্প্রতি ভারত সরকার পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ উল্টো পথে হাঁটছে।

সরকার বরাবর সংকটের কথা বললেও আবাসিক খাত থেকে বিতরণ কোম্পানি সব থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করে। একজন গ্রাহক ১২ ঘণ্টা দুটি চুলা জ্বালিয়ে রাখলে যে পরিমাণ গ্যাস পুড়বে, সেই বিল ধরেই আবাসিকের বিল হিসাব করা হয়। কিন্তু তিন বেলা রান্নায় কোনো গৃহকর্তার গড়ে ১২ ঘণ্টা ব্যয় হয় না। প্রতি বেলা রান্নায় সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা করে ব্যয় হলেও অর্ধেক গ্যাস পুড়িয়ে ১২ ঘণ্টার সমান বিল দেয় ভোক্তা।



জামায়াতের ক্ষমা ও অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতি তদন্ত

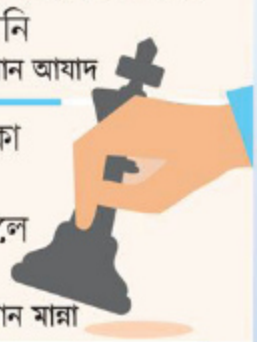
দুই ইস্যু নিয়ে নানা আলোচনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: দেশের রাজনীতিতে নতুন করে দুটি ইস্যু সামনে এসেছে। একটি হলো একাত্তরের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামীর ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান এবং অন্যটি বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৮ মাসের দুর্নীতি ও লুটপাটের তদন্তে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের দাবি। রোববার জাতীয় সংসদে বিএনপির শীর্ষ দুই নেতার তোলা এ দুই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যেও এ ঘটনায় তৈরি হয়েছে নানামুখী প্রতিক্রিয়া। তারা বলছেন, ইতিহাসের দায়মুক্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জামায়াতের যেমন নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত; পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের সব কর্মকাণ্ডেরও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। এদিকে দুর্নীতির ব্যাপারে জামায়াত কঠোর অবস্থান দেখালেও মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে মুখ খুলছেন না দলটির নেতারা। তারা বলছেন, দীর্ঘ সময় বিএনপি-জামায়াতের জোট থাকলেও তখন জামায়াতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। এখন সরকারে থেকে প্রধান বিরোধী দলের ব্যাপারে এমন মন্তব্য বেমানান।

সংসদে মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে জামায়াতের অবস্থান পরিষ্কার করতে বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য জামায়াতের ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, সেটার জন্য এখনো সময় আছে। এটা স্বীকার করে নিলে তাদের রাজনীতি করা সহজ হয়ে যাবে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক লুটপাট ও অর্থ পাচারের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের সব কর্মকাণ্ড দুদকের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বর্তমান সরকারের ভিত্তি স্বচ্ছতা-এমনটা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছর একটি অস্থির সময় ছিল। যমুনার (অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন) অভ্যন্তরে এবং যমুনার কিনারে কী পরিস্থিতি ছিল, এটা সবাই জানেন।

> জোট করার সময় তো এমন প্রশ্ন তোলেননি
> —হামিদুর রহমান আযাদ
>
> সংসদে হালকা কথা বলার অভ্যাস থাকলে চলবে না
> —মাহমুদুর রহমান মান্না
>
> জামায়াতের তৎকালীন নেতাদের অপরাধের দায় কেন বর্তমান প্রজন্ম ঘাড়ে নিয়ে ঘুরবে
> —সাইফুল হক
>
> জামায়াতের নেতিবাচক ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় প্রমাণিত
> —রুহিন হোসেন প্রিন্স



সংসদে দুই মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদুর রহমান আযাদ সোমবার যুগান্তরকে জানান, 'তার বাবা স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকায় ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। তার বাবা কি ক্ষমা চেয়েছেন? না চাইলে মরহুম বাবার পক্ষে আগে তিনি ক্ষমা চাইতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সঙ্গে দীর্ঘ বছর একসঙ্গে জোট করলেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করলেন, তখন তিনি এ প্রশ্ন তো তোলেননি। এখন সরকারে আছেন বলেই প্রধান বিরোধী দলের ব্যাপারে তার এই বক্তব্য মানায় না। তিনি বলেন, বিভাজন জাতির জন্য ভালো নয়, বরং সবাই মিলে দেশের স্বার্থে কাজ করাটাই জরুরি। এভাবে যদি বিএনপি আবারও পুরোনো ন্যারেটিভ দিয়ে আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে, তাহলে আবার ফ্যাসিবাদ আসবে। আমরা মির্জা ফখরুলের এই বক্তব্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তদন্তের দাবির বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি বলেন, দুর্নীতির ব্যাপারে আমরা আপসহীন। পাশাপাশি বর্তমানে যেসব দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি হচ্ছে, তারও তদন্ত হওয়া দরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুর্নীতি তদন্তের দাবির বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসাবে দেখছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য যদি আন্তরিক হয়, তবে তদন্ত করা উচিত। তবে সংসদে হালকা কথা বলার অভ্যাস থাকলে চলবে না।

জামায়াতের ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে মান্না বলেন, ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে আমি মনে করি জামায়াতের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তবে বিএনপি দীর্ঘদিন জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে রাজনীতি করেছে; তখন এই কথা বলেনি। এখন হঠাৎ একে বড় ইস্যু বানানো ঠিক নয়। এ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে হওয়া দরকার।

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ও দুর্নীতির তদন্ত প্রসঙ্গে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবিরই প্রতিফলন। বিগত ১৮ মাসে কোনো জবাবদিহি না থাকায় ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও লুটপাট হয়েছে। এমনকি অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় অংশও রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে 'গনিমতের মাল' হিসাবে ব্যবহার করে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। বিজনেস কমিউনিটি, হাউজিং সেক্টর, ঠিকাদারি, তদবির ও পদায়নের মাধ্যমে এই বিপুল অপতৎপরতা চালানো হয়েছে। কোনো প্রতিশোধ বা হিংসাবিদ্বেষ থেকে নয়, বরং মানুষের আমানতের এই খেয়ানতের একটি নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত তদন্ত হওয়া জরুরি। আমরা চাই সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে 'শ্বেতপত্র' তৈরি করুক, যা পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হবে।

জামায়াতের ক্ষমা প্রসঙ্গে সাইফুল হক বলেন, ৫৫ বছর পার হয়ে গেলেও জামায়াতে ইসলামী এখনো দেশের মানুষের কাছে তাদের অতীত ভূমিকার জন্য ক্ষমা চায়নি বা অনুশোচনা প্রকাশ করেনি। বর্তমান প্রজন্মের যে তরুণ নেতারা জামায়াতে আছেন, তাদের অধিকাংশেরই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অপরাধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাই জামায়াতের তৎকালীন নেতাদের অপরাধের দায় কেন বর্তমান প্রজন্ম ঘাড়ে নিয়ে ঘুরবে?

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর নেতিবাচক ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় প্রমাণিত। তারা কেবল স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতাই করেনি বরং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসাবে এদেশে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছে।

তিনি বলেন, ওই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর সেই ভূমিকা নিয়ে যদি বর্তমানে তাদের কোনো উপলব্ধি তৈরি হয়ে থাকে, তবে তা জনগণের সামনে স্পষ্ট করা উচিত। রাজনৈতিকভাবে জোর-জুলুম করে কাউকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা সমীচীন নয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ প্রসঙ্গে রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, রাষ্ট্রে সুশাসন ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পুরো মেয়াদের কর্মকাণ্ডের একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করা জরুরি। ওই সময়ে যত ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে দুর্নীতি তদন্ত প্রসঙ্গে যুগান্তরকে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়সহ যে কোনো দলেরই হোক, দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত হওয়া উচিত। বরং আমরা দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকার বিএনপির কথামতোই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হচ্ছে নির্বাচনি ফলাফলের কারচুপি; যার প্রতিদানে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে।

অ্যাপলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযোগগুলোই 'কপি-পেস্ট' করছে ভারতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতের প্রতিযোগিতা তদন্তে বড় ধরনের প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল। কোম্পানিটির অভিযোগ, ভারতীয় অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্তকারীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ না করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ হুবহু ব্যবহার করেছে তাদের বিরুদ্ধে। সেই ভিত্তিতেই অ্যাপলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। তাই তদন্তের ফল বাতিল করার দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

রয়টার্সের পর্যালোচনা করা নিয়ন্ত্রক নথিতে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত ২৫ জুন জমা দেওয়া অ্যাপলের এই নথিটি এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের (সিসিআই) সঙ্গে অ্যাপলের চলমান আইনি ও নীতিগত বিরোধের এটিই সবচেয়ে তীব্র পর্যায়। মামলাটিতে অ্যাপলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া পক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে টিভারের মালিক প্রতিষ্ঠান ম্যাচ গ্রুপ এবং ভারতের কয়েকটি স্টার্টআপ।

এর আগে, ২০২৪ সালে সিসিআইয়ের তদন্তকারীরা এক প্রতিবেদনে অভিযোগ করেন–অ্যাপল তাদের আইওএস প্ল্যাটফর্মে 'অপব্যবহারমূলক আচরণ' করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাপল অ্যাপ ডেভেলপারদের নিজেদের পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে, যা প্রতিযোগিতার নীতির পরিপন্থী।

তবে এসব অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে অ্যাপল। কোম্পানিটি বলেছে, ভারতের স্মার্টফোন বাজারে তাদের অংশীদারিত্ব ৬ শতাংশেরও কম। সে হিসেবে তারা বাজারের একটি 'অত্যন্ত ছোট অংশগ্রহণকারী।' অ্যাপলের দাবি, তদন্তের সিদ্ধান্ত সিসিআইয়ের নিজস্ব অনুসন্ধানের ওপর দাঁড়ানো নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল।

উপস্থাপিত নথিতে অ্যাপল সতর্ক করে বলেছে, তাদের দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা অ্যাপ স্টোর ব্যবস্থায় জোর করে পরিবর্তন আনা হলে কোম্পানির সমন্বিত ব্যবসায়িক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাদের ভাষায়, এ ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা তৈরি করবে এবং ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিবেশ দুর্বল করতে পারে। যদিও এ বিষয়ে সিসিআই কিংবা তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তারা রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেননি। অ্যাপলও আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কোনো মন্তব্য করেনি।

'নিজেদের তদন্ত নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি'

জমা দেওয়া নথিতে অ্যাপল কয়েকটি তুলনামূলক সারণি দেখিয়ে দাবি করেছে, ভারতীয় তদন্ত দল নিজেদের কোনো স্বাধীন মূল্যায়ন করেনি। বরং মামলার প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর বক্তব্য প্রায় হুবহু তুলে নিয়েছে। অ্যাপলের অভিযোগ অনুযায়ী, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ম্যাচ গ্রুপ, ওয়ালমার্টের ভারতীয় পেমেন্ট অ্যাপ ফোনপে এবং ভারতীয় ফিনটেক প্রতিষ্ঠান পেটিএম।

অ্যাপল বলেছে, তদন্ত পরিচালক (ডিজি) এসব বক্তব্য যাচাই বা সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়নের কোনো চেষ্টা করেননি। বরং বহু ক্ষেত্রে সেগুলো সরাসরি পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। তবে ম্যাচ, ফোনপে ও পেটিএম এ বিষয়ে



আইফিউচার অ্যাপল স্টোর

রয়টার্সের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি।

অ্যাপল আরও অভিযোগ করেছে, সিসিআইয়ের তদন্ত প্রতিবেদন ২০২৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাপলবিরোধী এক রায়ের একটি গ্রাফও প্রায় সরাসরি অনুসরণ করেছে। সেই গ্রাফে মোবাইল অ্যাপ ও গেমে বৈশ্বিক ভোক্তা ব্যয়ের তথ্য দেখানো হয়েছিল। অ্যাপলের যুক্তি, ইউরোপের বাজার বাস্তবতা ও ভারতের বাজার এক নয়। তাই একই বিশ্লেষণ ভারতীয় বাস্তবতায় প্রযোজ্য নয়।

রয়টার্সের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ইউরোপীয় রায় ও ভারতীয় তদন্ত প্রতিবেদন উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যসূত্র হিসেবে স্ট্যাটিস্টার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবশ্য প্রথম নয়। ২০২৩ সালে গুগলও অভিযোগ করেছিল, ভারতীয় তদন্তকারীরা ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের অংশ অনুকরণ করেছে। তখন সিসিআই বলেছিল, তারা কোনো 'কাট, কপি, পেস্ট' করেনি।

শুনানি ২১ জুলাই, জরিমানার ঝুঁকিও আছে

বর্তমানে ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে অ্যান্টিট্রাস্ট চাপে রয়েছে অ্যাপল। ভারতের মামলাটি এমন সময়ে এগোচ্ছে, যখন কোম্পানিটি সরবরাহব্যবস্থার নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এর মধ্যে ভারতের উৎপাদন অংশীদার টাটায় তথ্য ফাঁসের ঘটনাও রয়েছে।

সিসিআইয়ের অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদনের জবাব না দিয়ে এবং জরিমানাসংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আলাদা আইনি লড়াই চালিয়ে অ্যাপল দুই বছরের বেশি সময় ধরে মামলাটি বিলম্বিত করেছে। ভারতের আইনে কোনো প্রতিষ্ঠানের আগের তিন বছরের মোট টার্নওভারের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। যদিও অ্যাপলের ক্ষেত্রে কোন রাজস্ব বিবেচনায় নেওয়া হবে, তা এখনো জানায়নি সিসিআই।

তবে কোম্পানির জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ অর্থবছরের জন্য ভারতে তাদের 'প্রাসঙ্গিক টার্নওভার' ইতিমধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে। অ্যাপল আরও অভিযোগ করেছে, তদন্ত চলাকালে তাদের একবারও আনুষ্ঠানিকভাবে মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে অ্যান্ড্রয়েড সংক্রান্ত মামলায় গুগলকে একাধিকবার নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ভারতের প্রতিযোগিতা আইন বিশেষজ্ঞ ও দুয়া অ্যাসোসিয়েটসের আইনজীবী গৌতম শাহির ভাষ্য, তদন্তকারী দল যদি মনে করে তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তাহলে আইনগতভাবে মৌখিক শুনানি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সিসিআইয়ের সদস্যরাই।

চীননির্ভরতা কমিয়ে আইফোন উৎপাদন অন্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলে ভারতের গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বিশ্বের মোট আইফোন উৎপাদনের ২৬ শতাংশ ভারতেই হবে। চার বছর আগে এ হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। অ্যাপল বলেছে, যদি সিসিআই জরিমানার পথে যায়, তাহলে কিছু প্রশমনকারী বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এর মধ্যে রয়েছে কোম্পানির 'কলঙ্কহীন রেকর্ড' এবং গত পাঁচ বছরে ভারত থেকে ৫১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইফোন রপ্তানির তথ্য।

এক বছরে স্বাস্থ্যবিমা হারিয়েছেন ৫০ লাখ মানুষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ মেডিকেইডে কর্মঘণ্টা-সংক্রান্ত নতুন শর্তসহ বেশ কিছু বড় পরিবর্তন এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

গত বছর কংগ্রেসে পাস হওয়া এবং পরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরে আইনে পরিণত হওয়া "ওয়ান বিগ বিউটিফুল" আগামী ১০ বছরে মেডিকেইড খাতে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা করেছে। একই সঙ্গে এসিএ এর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ভর্তুকিও গত ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। এর ফলে অনেকের স্বাস্থ্যবিমার মাসিক খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্যবিমার খরচ বেড়ে যাওয়া এবং যোগ্যতা নির্ধারণের নিয়ম কঠোর হওয়ায় বহু মানুষ কভারেজ হারিয়েছেন অথবা নিজেরাই বিমা ছেড়ে দিয়েছেন।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য আইন বিশেষজ্ঞ লরেন্স গস্টিন এনবিসি নিউজকে বলেন, এই পরিস্থিতি আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল। তার মতে, যোগ্যতার ওপর নতুন বিধিনিষেধ এবং বাজেট কাটছাঁটের ফলেই লাখ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর পড়বে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মেডিকেইড ও সিএইচআইপি নিবন্ধন কমার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ানা, লুইজিয়ানা, অ্যারিজোনা, রোড আইল্যান্ড ও ডেলাওয়্যার। অন্যদিকে এসিএ পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে নর্থ ক্যারোলাইনা, ওহাইও, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ইন্ডিয়ানা ও ডেলাওয়্যারে।

স্বাস্থ্যনীতি বিশেষজ্ঞদের বরাতে এনবিসি নিউজ আরো জানিয়েছে, নতুন কর্মসংস্থানভিত্তিক শর্ত কার্যকর হলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে পারে। অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে মেডিকেইডের নতুন কাজের শর্ত কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। নেব্রাস্কা ইতোমধ্যে এই নিয়ম চালু করেছে এবং মন্টানাও শিগগিরই তা অনুসরণ করবে।

ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের স্বাস্থ্যনীতি বিভাগের অধ্যাপক মিরান্ডা ইয়াভার এনবিসি নিউজকে বলেন, অনেক বৈধ অভিবাসী এবং মিশ্র অভিবাসন-পরিবারের সদস্যরা অভিবাসন আইন প্রয়োগ বা বহিষ্কারের ভয়ে স্বাস্থ্যবিমার জন্য আবেদন করছেন না কিংবা কভারেজ বাতিল করছেন। ফলে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে।

এদিকে গত বছর এসিএ নিবন্ধন রেকর্ড ২ কোটি ২৩ লাখে পৌঁছালেও এবার পরিস্থিতি উল্টো দিকে যাচ্ছে। অনেক পরিবার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্যবিমা ধরে রাখতে পারছে না। কেউ কেউ কম সুবিধার পরিকল্পনায় চলে যাচ্ছেন, আবার অনেকে পুরোপুরি কভারেজ হারাচ্ছেন।

বিশ্লেষকদের সতর্কবার্তা, স্বাস্থ্যবিমা হারানোর ফলে মানুষ চিকিৎসা বিলম্বিত করবে, রোগ জটিল আকার ধারণ করবে এবং জরুরি চিকিৎসার ব্যয় শেষ পর্যন্ত করদাতাদের ওপরই চাপবে। তাদের মতে, বর্তমান পতন কেবল শুরু, আগামী কয়েক বছরে আরও বড় সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যবিমার বাইরে চলে যেতে পারেন।

নির্ধারণ হতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রায় ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা সংক্রান্ত তিনটি মামলা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এসব রায়ে যা প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতার সীমা নতুন করে নির্ধারণ করতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বর্তমানে ৬-৩ অনুপাতে রক্ষণশীল বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, এখনও সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিষ্পত্তি করেনি। আদালত আগামী ২৯ জুন পরবর্তী রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করেছে।

এই মামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ট্রাম্প প্রশাসনের ক্ষমতা সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করার চেষ্টা, ফেডারেল ট্রেড কমিশনের সদস্য রেবেকা স্লটারকে অপসারণের সিদ্ধান্ত, এবং জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার একটি নির্বাহী আদেশ। এই মামলাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমা কতটা বিস্তৃত হতে পারে, সেই প্রশ্নকে সরাসরি সামনে নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে স্বাধীন ফেডারেল সংস্থাগুলোর সদস্যদের অপসারণের ক্ষমতা নিয়ে আইনি বিতর্ক দীর্ঘদিনের।

আদালত আগের শুনানিতে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু যুক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বর্তমান আইন প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতাকে অযথা সীমিত করছে। অন্যদিকে বিরোধীরা বলছেন, এই ধরনের স্বাধীন সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা জরুরি।

ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে অভিবাসন-সংক্রান্ত দুই মামলায় কিছু সাফল্য পেয়েছে এবং আদালতের কিছু জরুরি রায় তাদের পক্ষেও গেছে। তবে ১৯৩৫ সালের একটি ঐতিহাসিক রায় পুনর্বিবেচনার বিষয়টি এখনো বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এছাড়া আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটিং আইন সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ মামলাও রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় মিসিসিপির একটি আইন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যেখানে নির্বাচনের পর কয়েক দিন পর্যন্ত ডাকযোগে পাঠানো ভোট গণনার অনুমতি ছিল। আরেকটি মামলায় রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয় সীমাবদ্ধতা নিয়ে সাংবিধানিক প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে, ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিয়ে রাজ্য পর্যায়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বৈধতা নিয়েও আদালত সিদ্ধান্ত দেবে। এই রায়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খেলাধুলার নীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

সব মিলিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের এই সেশন শেষের রায়গুলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো, নির্বাচনী নিয়ম এবং নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত নীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংসদে অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতি তদন্তের দাবি

৫-এর পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'আমার বন্ধু, মাননীয় এমপি নাহিদ সাহেব বলেছেন, আমি নাকি এখানে একটি সরল স্বীকারোক্তি করেছি যে অনেক আপস করে আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছি। হ্যাঁ, আমরা নির্বাচনের স্বার্থে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে জুলাই সনদে সবাই মিলে সমঝোতায় পৌঁছেছি এবং স্বাক্ষর করেছি। হয়তো সব বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম না, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা আপস করেছি। এটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'যাদের পরিকল্পনা ছিল পাঁচ বছর নির্বাচন হবে না এবং ক্ষমতায় থেকে যাবে, সেই বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়েছে।'

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের মানুষের কল্যাণে বর্তমান নেতৃত্ব সব সময়ের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদ-আসল ঋণ মওকুফের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এবারের বাজেটকে 'আ বাজেট অব নিউ ইকোনমিক অর্ডার' আখ্যা দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পুরনো ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে ফরাসি অর্থনীতিবিদ ফ্রেডরিক বাস্টিয়া কিংবা ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোনের জনকল্যাণমুখী দর্শনের আলোকে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। টেকনাফ সীমান্তের একজন অসহায় বিধবা মহিলাও যেন এই বাজেটের সুফল পান, সেই লক্ষ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কোনো ধরনের ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি। ফলে এবার বাজেট দেওয়ার আগে-পরে কোনো নিত্যপণ্যের দাম বাড়েনি।

বাজেটের মূল দর্শন হিসেবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্মার্ট রূপান্তরের কথা উল্লেখ করে সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ এবং ড. গোহ-এর সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের সফল মডেলের উদাহরণ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

একাত্তরে স্বাধীনতার বিরোধিতা থেকে শুরু করে বর্তমান রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর 'সুবিধাবাদী' ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ। তিনি দলটির ৯৩ পৃষ্ঠার রঙিন নির্বাচনী ইশতেহারের দিকে আঙুল তুলে বলেন, মুখে ইসলামের কথা বললেও এদের ইশতেহারের কোথাও শরিয়া আইন বা ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো অঙ্গীকার নেই।

জামায়াতে ইসলামীকে একটি 'আন্তর্জাতিক সংগঠনের শাখা' হিসেবে আখ্যায়িত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর নামের সঙ্গে ইসলাম থাকলেও তাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে এর কোনো

দলটির ইতিহাস তুলে ধরে তিনি জানান, ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান চায়নি, আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশও চায়নি। উল্টো মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশীয় দোসর হিসেবে গভর্নর মালেক সরকারের মন্ত্রিসভায় জামায়াত নেতাদের মন্ত্রী হওয়ার ইতিহাসও তিনি সংসদে স্মরণ করিয়ে দেন।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সংসদে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিরোধী দলের অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি, বরং অতীতের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। এখন থানায় মামলা রেকর্ড করতে কারো হুকুম বা পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। বিগত কয়েক মাসের অপরাধের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, দেশে যেকোনো অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশ এখন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ৯ লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকার বিশাল এই বাজেট দেশকে পরনির্ভরশীলতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। ঋণনির্ভর বাজেটের সমালোচনা নাকচ করে তিনি বলেন, পৃথিবীর সব দেশই বাজেট প্রণয়নের সময় ব্যাংক বা বিদেশি ঋণ নিয়ে থাকে। তবে সরকার রাজস্ব ব্যয়ের আকার কমিয়ে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর দিকেই মূল মনোযোগ দিচ্ছে। তিস্তা প্রকল্প ও পদ্মা ব্যারাজের মতো সাহসী মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কথাও জানান তিনি।

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সংসদে প্রাণবন্ত বিতর্ক : ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর গতকাল দিনব্যাপী প্রাণবন্ত বিতর্ক করেছেন সরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা। সরকারি দলের সদস্যরা প্রস্তাবিত বাজেটকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নতুন বাংলাদেশ গড়ার সাহসী পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি বাতিল করে জাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালুর দাবি জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় সদস্যরা। তাঁরা কালো টাকা সাদা করার সুযোগেরও কড়া সমালোচনা করেন।

গত ১৪ জুন প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সংসদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। আজ সোমবার এই আলোচনা শেষ হবে। শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বক্তব্য রাখবেন। এরপর অর্থ বিল-২০২৬ পাস হবে। আগামীকাল ৩০ জুন প্রস্তাবিত বাজেটে সংযোজন ও বিয়োজন শেষে নতুন

আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের সংগ্রাম, আর জুলাই ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং দুই লাখ মা-বোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের সঙ্গে জুলাই আন্দোলনকে একভাবে মূল্যায়নের সুযোগ নেই। তবে জুলাই আন্দোলনের প্রতিও সম্মান জানাতে হবে। গত ১৭ বছরে আন্দোলন-সংগ্রামে নিহত ও আহত ব্যক্তিদেরও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আওতায় আনা উচিত।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, এবার সামাজিক সুরক্ষা খাতে এক লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেট রাখা হয়েছে। এর আওতায় আগামী চার বছরে পর্যায়ক্রমে ৪১ লাখ পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' দেওয়া হবে।

বাজেটে 'জাকাত' শব্দের কোনো উল্লেখ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন জামায়াতের সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, দেশে ঠিকমতো জাকাত আদায় করা গেলে দুই লাখ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব। এই টাকা দিয়ে বাজেটের ঘাটতি অনায়াসেই পূরণ হতে পারে। এ জন্য হানাফি, আহলে হাদিসসহ সব মতাদর্শের আলেমদের নিয়ে একটি জাকাত কমিটি বা সরকারের অধীনে 'জাকাত মন্ত্রণালয়' গঠনের আহবান জানান তিনি।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগের কড়া সমালোচনা করে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হারাম। হারাম টাকা ঘুষ দিয়ে কখনো হালাল করা যায় না। এই ধারাটি বাতিল করতে হবে।

মসজিদে রাজনীতি করা যাবে না—এমন মন্তব্যের জবাবে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, যাঁরা বলেন মসজিদে রাজনীতি করা যায় না, তাঁদের জানা উচিত মদিনা রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মসজিদে নববী।

পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, দেশের প্রায় সাত কোটি মানুষের সুবিধার জন্য পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা এরই মধ্যে একনেকে অনুমোদন পেয়েছে। পাশাপাশি চলতি অর্থবছরেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নকাজ শুরু হবে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে চীন সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং ও পানিসম্পদমন্ত্রীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দেশের নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে চীন সম্মত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদল এরই মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর বলেন, বর্তমানে একটি কম্পানির নিবন্ধন থেকে ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, ক্লিয়ারেন্স ও অনুমোদন পেতে গড়ে ৩৫৫ দিন লাগে। প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ পুরো প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের সংস্কার আনা হচ্ছে। ফলে নতুন কম্পানি গঠন করে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলার পর্যায়ে যেতে সর্বোচ্চ ১৪ দিন লাগবে।

জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য এ টি এম আজহার বলেন, এবারের বাজেটে সুদ পরিশোধেই এক লাখ ২৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই ব্যয় কমাতে সরকার সুকুক (ইসলামী বন্ড) ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ আরো সম্প্রসারণ করতে পারে। এতে ধীরে ধীরে সুদমুক্ত অর্থনীতির দিকে এগোনো সম্ভব হবে।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস অনিবার্য



জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।"(সুরা মুরসালাত:১৫) মহান আল্লাহ এই বাক্যটিকে সুরা মুরসালাতে মোট ১০ বার উল্লেখ করেছেন। সে সব লোকের জন্য যারা আখিরাত দিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে চলছিল যে, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

"সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।"*(সুরা মুরসালাত:১৯)* এখানে আয়াতটির অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের যে পরিণতি হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের ওপর আসল ধ্বংস নেমে আসবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে। এ পৃথিবীতে যে শাস্তি দেয়া হয় তার অবস্থা হলো, যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে এবং কোন ভাবেই সে তার ভ্রষ্ট ও বিকৃত আচরণ থেকে বিরত হয় না তখন শেষ অবধি তাকে গ্রেফতার করা হয়। যে আদালতে তার মামলার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে এবং তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে তা এ দুনিয়ায় না আখেরাতে কায়েম হবে এবং সেটিই হবে তার ধ্বংসের আসল দিন।

মানুষের শিক্ষার জন্য এমনসব জাতির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যারা আল্লাহর হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ ও শয়তানের নেতৃত্বে জীবন পথে এগিয়ে চলছে, তারাই আসলে মিথ্যর সাম্রাজ্যে নিদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। তারা মুখ থেকে যে কথাই বের করে বা তারা পৃথিবীতে যে কাজই সংঘটিত করে তা শয়তানের পরামর্শেই করে। তাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে শয়তান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশেষে তারা এমনভাবে বিপথগামী ও বিকারগ্রস্থ হয়ে যায় যার ফলে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব এক দু:সহ অভিশাপে পরিণত হয়। কোন ভুখন্ডে বা দেশে এ ধরনের দু/একটি বিপদগামী ও বিকারগ্রস্থ ব্যক্তি সে দেশের বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য যতেষ্ট। এদের দু:সহ জ্বালা-যন্ত্রণার ফলে আল্লাহর আযাব আসা অবশাম্ভী হয়ে পড়ে এবং তাদেও নাপাক অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়ে।

যারা সংশোধনের পরিবর্তে গাফলতিতে লিপ্ত ও ভোগের নেশায় মত্ত হয়ে সেচ্ছাচারী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দেয়া অবকাশ ও সুযোগ হারিয়ে বসে, সত্যের আহবায়কের আওয়াজ যাদের অচেতন কানের পর্দায় একটুও সাড়া জাগায় না, তাদের ওপর আল্লাহর মজবুত হাত পতিত হয়। কারো অসৎ কর্মের পেয়ালা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তার অবকাশের সীমা শেষ হয়ে যায় তখন অকস্মাৎ এক সময় আল্লাহ তাকে পাকড়া করেন। আর আল্লাহ একবার কাউকে পাকড়াও করার পর আর তার মুক্তি লাভের কোন পথই থাকে না। মানব জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এক বার দু'বার নয়, শত শত বার, হাজার হাজর বার ঘটে গেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে বারবার সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার যৌক্তিকতা কোথায়। সচেতন হবার জন্যে কোন বিশেষ সময় নেই যে, সেই মহুর্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে আক্ষেপ করা ও মর্মজ্বালা ভোগ করা ছাড়া সচেতন হবার আর কোন স্বার্থকতাই থাকবে না।

মিথ্যা অরোপকারীদের কিয়ামতের হিসাব-নিকেশ নেয়া হবে। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের ওপর যেসব আযাব আসে সেগুলো তাদের অসৎ কর্মের চুড়ান্ত ফল নয় এবং সেগুলো তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তিও নয়। বরং দুনিয়ার শাস্তিটা বুঝানোর জন্য উদাহরণ হচ্ছে যে, একজন অপরাধী স্বাধীনভাবে অপরাধ করে বেড়াচ্ছিল, তাকে অকস্মাত গ্রেফতার করে তার আরো বেশী জুলুম, অন্যায় ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হলো। মুল শাস্তি তো আদালতে আখেরাতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আসলে এর মধ্যে একটি একটি নিশানী আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের আযাবের ভয় করে। তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।"*(সুরা হুদ:১০৩)*

মিথ্যা আরোপকারীরা শোন! সেদিনটি অবশ্যই আসবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলার আদালত কায়েম হবে এবং তিনি স্বয়ং বিচার কার্য সম্পাদন করবেন। আল্লাহ তা'আল বলেন,"এ কথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর কথা হিসাবে প্রচার করে অথবা আল্লাহর সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে? এ ধরনের লোকেরা নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী তাদের অংশ পেতে থাকবে অবশেষে সেই সময় উপস্থিত হবে যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার জন্যে তাদের কাছে এসে যাবে। সে সময় তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, বলো এখন তোমাদের সেই মাবুদরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা ডাকতে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা বলবে, সবাই অন্তর্হিত হয়ে গেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবিক পক্ষেই তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল। আল্লাহ বলবেন: যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে চলে গেছে তোমাদের পুর্বের অতিক্রান্ত জিন ও মানবগোষ্ঠী। প্রত্যেকটি দলই নিজের পূর্ববর্তী দলের প্রতি অভিসম্পাত করতে করতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অবশেষে যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন পরবর্তী প্রত্যেকটি দল পুর্ববর্তী দলের ব্যাপরে বলবে, হে আমাদেও রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছে, কাজেই এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। জওয়াবে বলা হবে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিই রয়েছে কিন্তু তোমরা জানো না।"*(সুরা আরাফ:৩৭-৩৮)*

যেসব লোকের জন্য যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে পশুর মতো জীবন যাপন করেছে। জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষের অধিকার হরণ করে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা মনে করেছে যে, এমন সময় কখনো আসবে না, যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেলো তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব উপাস্যদের ডাকতো তারা তাদের কোন কাজে লাগলো না এবং ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না।"*(সুরা হুদ:১০১)*

মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ সুস্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তারা এ নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা সেকেলে অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাক। যেদিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে, সেটিই তাদের ধ্বংসের দিন। অর্থাৎ মহান শক্তিশালী আল্লাহর কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখিরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলার আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করেছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পুর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দিবে সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামীর মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থ করেছে মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে এবং না তাদেরকে ওযর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।"*(সুরা মুরসালাত:৩৪-৩৬)* এটা হবে তাদের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। এর আগে হাশরের ময়দানে তারা অনেক কিছুই বলবে। অনেক ওজর আপত্তি পেশ করবে, একজন আরেকজনের ওপর নিজের কৃত দোষ চাপিয়ে নিজে নিরপরাধ হওয়ার চেষ্টা করবে। যেসব নেতারা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে তাদের গালি দিবে। এমনকি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য অনুসারে অনেকে ঔদ্ধতের সাথে নিজের অপরাধ অস্বীকার পর্যন্ত করবে। কিন্তু অত্যন্ত সংগত, যুক্তিযুক্ত পন্থায় ও ন্যায়-ইনসাফের সমস্ত দাবী পূরণ করে তাদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন তারা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন ওজর হিসেবে কোন কিছু বলার সুযোগও তাদের জন্য থাকবে না।



কালোটাকা সাদার সুযোগ বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক : ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে 'সুন্দর, স্বাভাবিক ও বাস্তবমুখী' অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমান বলেছেন, এবারের বাজেট সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দেবে। আসুন আমরা সবাই এ বাজেটকে একটি পুনর্গঠনের বাজেট হিসেবে দেখার চেষ্টা করি। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেকোনো মূল্যে তিস্তা ব্যারাজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি প্রস্তাবিত বাজেট পাসের আগে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো, ব্যাংক হিসাব খুলতে টিআইএনের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে শুল্ক-কর কমানোর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতেও অর্থমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান।

বাজেটের ওপর সমাপনী আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার এ বাজেটের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো অর্থনীতিকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের কবল থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সংসদ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সরকার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে এগিয়ে চলছে। তবে এটি বহু কঠিন একটি পথ। বাংলাদেশের মানুষ আমরা প্রত্যেকে গ্রাম-গঞ্জে ঘোরা মানুষ, মানুষের সঙ্গে ওঠবস করা মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ পরিশ্রমী মানুষ। আমাদের তরুণ সমাজ মেধাবী, কৃষকরা উৎপাদনশীল, প্রবাসীরা দেশপ্রেমিক এবং আমাদের উদ্যোক্তারা সম্ভাবনাময়। সুতরাং আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই।' তিনি বলেন, 'এই বাজেট শুধু সরকারের বাজেট হিসেবে নয়, আসুন আমরা সবাই এ বাজেটকে একটি পুনর্গঠনের বাজেট হিসেবে দেখার চেষ্টা করি।

সংসদ নেতা বলেন, আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, জনগণের কষ্ট লাঘব, আর্থিক খাতে আস্থা ফেরানো; কৃষক, শ্রমিক, তরুণ, নারী ও প্রবাসী উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার প্রশ্নে আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ ঐক্যবদ্ধ থাকব। এ বাংলাদেশে আর যেন কোনো ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার কায়েম হতে না পারে, এ বাংলাদেশকে যেন আর কেউ তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে না পারে এই হোক আমাদের আজকের প্রত্যয়। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা প্রসারে সরকারের সাম্প্রতিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত তিন মাসেই দেশে ৯০০ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে আরও ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের নানামুখী সংকটকে আমরা অস্বীকারও



গত সোমবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান –পিএমও

করতে চাই না, আবার সংকটের অজুহাতও বানাতে চাই না। বরং সংকট সফলভাবে মোকাবিলা করতেই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' প্রধানমন্ত্রী সংসদকে অবহিত করেন যে, এবারের বাজেটে ৬১টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করার ফলে বাজারে পণ্যের দাম বর্তমানে স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের চাকাকে সচল ও বেগবান করাই এবারের বাজেটের মূল লক্ষ্য। আমরা একটি বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গড়ার কাজ হাতে নিয়েছি। দেশে এমন একটি অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেখানে যুবসমাজকে একটি চাকরির জন্য বছরের পর বছর ঘুরে বেড়াতে হবে না। দেশের পাশাপাশি বৈশ্বিক শ্রমবাজারেও বাংলাদেশের তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।'

কর ও শুল্ক কাঠামো প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নরমালি দাবিটা বিরোধী দল থেকে হয়ে থাকে। আমি আপাতত ফিজিক্যালি না হলেও মানসিকভাবে ওনাদের পাশে গিয়ে কথা বলতে চাই।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, করব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, আধুনিক ও করদাতাবান্ধব করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

করদাতাদের স্বস্তি দিতে ব্যক্তিগত আয়কর অব্যাহতির সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী

- বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা ৪ লাখ, ব্যাংক হিসাব খুলতে টিআইএনের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব
- সংকট সফলভাবে মোকাবিলা করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

দিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'প্রস্তাবিত বাজেটে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষে করমুক্ত আয়ের সীমা তিন লাখ ৭৫ হাজার, ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ করবর্ষে চার লাখ এবং ২০৩০-৩১ করবর্ষে সাড়ে চার লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি এ সীমা যথাক্রমে চার লাখ, সাড়ে চার লাখ এবং পাঁচ লাখ টাকা করার প্রস্তাব রাখছেন।' প্রস্তাবিত বাজেটে স্বপ্রণোদিত বিনিয়োগ প্রদর্শনসংক্রান্ত বিধান নিয়েও জনমনে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরির বিষয়টি নজরে আসার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

সংসদ নেতা বলেন, জমি প্রকৃত মূল্যে নিবন্ধন না হওয়ার কারণে করদাতাদের হয়রানি কমাতেই এ বিধান আনা হয়েছিল। তবে অনেকেই এটিকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ হিসেবে দেখছেন। তাই প্রস্তাবিত এ বিধান প্রত্যাহার করার জন্য অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

করের আওতা বাড়াতে ব্যাংক হিসাব খোলা, বন্টননামা দলিল নিবন্ধন ও সম্পত্তি নামজারির ক্ষেত্রে টিআইএন সনদ বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবেও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে বলে এ প্রস্তাবও প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান সরকারপ্রধান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বর্তমানে আরোপিত ১০ শতাংশ কর কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেন তারেক রহমান। তবে শর্ত হিসেবে তিনি বলেন, কর সুবিধার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে, ভাষা শিক্ষা ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করতে এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে।

পার্বত্য ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য কর সুবিধা আরও সম্প্রসারণেরও প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত আয়ের করমুক্ত সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বেতনের আয়ও করমুক্ত করার সুপারিশ করেন তিনি।

চিংড়িশিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বাড়াতে ফিড অ্যাডিটিভ, প্রোবায়োটিকস, ভিটামিন, মিনারেলস এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কমানোর সুপারিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওষুধ ও শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত মধু আমদানির ওপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত। পাশাপাশি পিইটি রেজিন, পিভিসি, কোল্ড-রোলড শিট, রোল প্রোডাক্টের অক্সাইডসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক হ্রাস বা প্রত্যাহারের জন্যও অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৈদ্যুতিক তারের জন্য কপার আমদানিতে ১০ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অপ্রক্রিয়াজাত কাজু বাদাম আমদানিতে প্রস্তাবিত ১৫ শতাংশ কাস্টম শুল্ক কমিয়ে ৫ শতাংশ করার সুপারিশ করেন তারেক রহমান। তিনি স্থানীয়ভাবে এলইডি ল্যাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রি ফেব্রিকেটের বিল্ডিং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন ২০৩০ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী বর্তমানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, ওটিটি প্লাটফর্ম, সার্চ ইঞ্জিন, অনলাইন মার্কেট প্লেস এবং অন্যান্য অনলাইন মিডিয়ার বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট থাকায় অনেক সময় ব্যবসায়ীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধ না করে অন্যভাবে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে অর্থ পরিশোধ করেন। ফলে ওই ব্যক্তির যেমন লাভ হচ্ছে না, একই দিকে সরকারও রাজস্ব হারাচ্ছে। আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাতে চাই যে, এইটার উপরে যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আছে, সেটি কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হোক। এতে আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা অন্যভাবে পেমেন্টটা করছেন, তারা উৎসাহিত হবেন প্রপার ওয়েতে পেমেন্টটা করার জন্য।

স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার বা প্লাটিনামের ক্ষেত্রে প্রতি ভরির উপরে আড়াই হাজার টাকা, ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে প্রতি গ্রাম আড়াই হাজার টাকা এবং রুপার গহনার ক্ষেত্রে প্রতি ভরি ১০০ টাকা কর ভ্যাটের যে হার রয়েছে, তা পুনর্নির্ধারণের জন্য অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া বিটিআরসির সঙ্গে টেলিকম কোম্পানিগুলোর রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার, সব প্রকার মাঠ সরবরাহের ক্ষেত্রে জোগানদার পর্যায়ে ১০ শতাংশ ভ্যাট থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করেন তিনি। স্থানীয়ভাবে ডাবল কেবিন পিকআপ এবং মাইক্রোবাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ যে ভ্যাট আছে, তা কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে অর্থের সংস্থান নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই বাজেট বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সংসদে তিনি বলেন, বাজেটের সফলতা ঘোষণায় নয়, কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত। তাই বাজেটে ঘোষিত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই হবে আগামী অর্থবছরে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার এমন সময়ে বাজেট প্রণয়ন করেছে, যখন একদিকে অতীত সরকারের রেখে যাওয়া দুর্বল অর্থনীতি ও ভঙ্গুর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জ ছিল, অন্যদিকে ছিল নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা। ফলে এ বাজেট শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, কাঠামোগত সংস্কার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সমন্বিত রূপরেখা।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী অর্থবছরে সবার জন্য উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, বিনিয়োগ, জ্বালানি নিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এই ১০টি অগ্রাধিকার খাতকে সামনে রেখেই সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

আইএমএফ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার শূন্যহাতে ফেরেনি। দেশের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কিছু শর্ত থাকায় আগের ঋণ কর্মসূচি থেকে সরকার বেরিয়ে এসেছে। তবে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে ভবিষ্যতে নতুন কর্মসূচির সুযোগ খোলা রয়েছে।

এ সময় তিনি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পরিকল্পনা, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে ঋণনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতির যাত্রার ঘোষণা দিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী।

ব্যাংক রেজোল্যুশন আইনের 'বিতর্কিত' ধারা বাতিল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, ব্যাংক রেজোল্যুশন আইনের 'বিতর্কিত' ১৮(ক) ধারা বাতিলে অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার ধারাটি বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের বার্তা স্পষ্ট যারা জনগণের সম্পদ লুট করেছেন, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। অন্যদিকে আমানতকারীদের আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

নিউইয়র্কে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক ও পুনর্মিলনী

২৮-এর পৃষ্ঠার পর

২০২৬-২০২৯ মেয়াদের ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজী এম. আর. খান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে আমজাদ হোসেন সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাসুদ রানা তপন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সাত সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা হলেন সিরাজুল ইসলাম খান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকতারুজ্জামান রতন, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, মির্জা মনিরুজ্জামান মনির, কাজী জামান (বিটু) এবং মো. সায়েম ঢালী। একই সঙ্গে সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজের নাম ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া ২৫ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত হন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আকতার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য জেনিফার রাজকুমার। তিনি সংগঠনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিরাজুল ইসলাম খান, আমজাদ হোসেন সেলিম, মোসলেহ উদ্দিন, কাজী এম. আর. খান সেলিম এবং মাসুদ রানা তপনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

এছাড়া প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ আজিজ, প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আকতার হোসেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় সিরাজুল ইসলাম খান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকতারুজ্জামান রতন, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, মির্জা মনিরুজ্জামান মনির, কাজী জামান (বিটু) এবং মো. সায়েম ঢালীকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসীর জন্য একটি নিজস্ব 'বিক্রমপুর ভবন' প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিক্রমপুরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে সংগঠনকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, জেবিবিএ-এর সভাপতি গিয়াস আহম্মেদ, অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জেএফএম রাসেল, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈন উদ্দিন পিন্টুসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের খ্যাতিমান শিল্পী ও সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল করিম হাওলাদার, শাহ মাহাবুব, কাজী জামান (বিটু), মনিকা দাস, তাহমিনা শহীদ এবং শারমিন তানিয়া। নৃত্য পরিবেশন করেন উর্বী রানী মণ্ডল। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শারমিন সিরাজী।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশন ইনক. (ইউএসএ) শুধু একটি সামাজিক সংগঠন নয়; এটি প্রবাসে বসবাসরত মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসীর আবেগ, ঐতিহ্য, পরিচয় ও পারস্পরিক ভালোবাসার প্রতীক। ভবিষ্যতেও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সেবার এ যাত্রা আরও বেগবান হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম, করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস'র নাগরিকত্ব আবেদনের ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবঃ

ইউএসসিআইএস নাগরিকত্ব আবেদনের ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাবনার আওতায় অনলাইনে নাগরিকত্ব আবেদনের ফি ৭১০ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ১২৮০ ডলার এবং পেপার আবেদনের ফি ১৩৩০ ডলারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউএসসিআইএস অধিকাংশ আবেদনকারীর ফি মওকুফ বাতিল করার পরিকল্পনাও করেছে।

এর অর্থ হচ্ছে, যেসব নিম্ন আয়ের গ্রিনকার্ডধারীরা এখন যে ফি প্রদান করছে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তাদের তিনগুণ বেশি ফি দিতে হতে পারে। জনগণের মতামত জানার ৬০ দিন উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ফি চালু থাকবে। ৬০ দিন পর নতুন আইন কার্যকর হলে তা নতুন ফি কার্যকর হবে।

আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, কেউ যদি নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের অবশ্যই ইমিগ্রেশন ফি বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার আগেই তাদের আবেদন করা উচিৎ। অবশ্য আবেদন করার পূর্বে কোন ইমিগ্রেশন এ্যাটর্নীর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারেন। অধিকাংশ এ্যাটর্নী পরামর্শ ফি নেন না।

ক্রিমিনাল ব্রাকগ্রাউন্ড যাদের আছে তাদের গ্রিনকার্ড সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রুলিং ঃ

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক বলা হয়েযে যে, বিদেশ ভ্রমণ শেষে গ্রিনকার্ডধারীরা বিমান বন্দর বা সীমান্তে আসার পর তাদের ঢুকতে না দেয়ার ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন অফিসারদের অধিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ৬-৩ ভোটে সুপ্রিমকোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নতুন করে বাতিল করার কোন ক্ষেত্র তৈরী করেনি। তবে কোন গ্রিনকার্ডধারী যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে কিনা সেই সিমান্ত নেয়ার অধিকার তাদের দেয়া হয়েছে। আমাদের জোরালো পরামর্শ হচ্ছে, যদি কারো গ্রেফতারের রেকর্ড থাকে তবে তাদের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পূর্বে অবশ্যই কোন এ্যাটর্নীর পরামর্শ নেবেন।

এ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস মেমোর সর্বশেষ অবস্থাঃ

এক মাসেরও অধিক সময় পর ইউএসসিআইএস নতুন এ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস মেমো জারি করেছে। যাতে পরিবার ভিত্তিক আবেদন কীভাবে বিচার করা হবে সেক্ষেত্রে কতিপয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের সাম্প্রতিক আবেদনগুলি ইউএসসিআইএস সেসব আবেদন মঞ্জুর করেছে। উল্লেখ্য যে, ইউএসসিআইএস নতুন কোন গাইড লাইন জারি করেনি। এবং সেক্ষেত্রে রিপোর্টে তেমন নতুন কিছু নেই। আমরা সব সময় বিষয়টির উপর নজর রাখছি। আর নতুন কিছু হলেই তা জানিয়ে দেয়া হবে। আমরা সব সময়ই কোন এ্যাটর্নীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

সমগ্র দেশের ইমিগ্রেশন কোর্ট গ্রেফতারে বিরত থাকার জন্য ইইসিই'র উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

একজন ফেডারেল জজ সমগ্রদেশ ইমিগ্রেশন আদালত থেকে ইমিগ্রেশন এ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। আমরা জোরালোভাবে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কোর্টে নির্ধারিত মুনানিতে সাবই সিময়মত হাজির হবেন। যদি নির্ধারিত সময়ে হাজির না হন তাহলে ইমিগ্রেশন জর্জ প্রত্যাহার আদেশ জারি করবেন, যা আবেদন রিওপেন করার খুব কঠিন হবে।

জুলাই ২০২৬ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জুলাই ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ ঐ তারিখের পূর্বে।

জুলাই ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে অতি অল্প অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস

প্রথম (এফ-১) ● ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৮।

দ্বিতীয় ● পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ ● (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ

জানুয়ারি ০১, ২০২৫।

বি ● (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ বছর বা উর্ধ বয়সী),

অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ নভেম্বর ২২, ২০১৭।

তৃতীয় ● (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

এপ্রিল ১৫, ২০১২।

চতুর্থ ● (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ

জানুয়ারি ০১, ২০০৯।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ এর আগে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে আলোচনা করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ

২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

হাম্বারব দেবে
মতিন বৈরাগী

কথাগুলো যা তুমি বলো আর যা বলা হয়ে গেছে কিংবা বলা যেত
এসবের কোনো মানে নেই আর
এখন কেবল তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো
মেঘগুলো উড়ে দিগন্ত পেরিয়ে গেলে উড়ে যাবে একটা বগা
সাহসেরা সব পলাতক ব্যাং-বিচ্ছু-কীট বেরিয়ে পড়েছে
আর হার্মাদরা মুতে মুতে ঘের দিচ্ছে নিজ দখল
রাত্রিদিন 'চেতনার কারিগর'
কথাগুলো যা বলো আর যা বলা হয়ে গেছে
কিংবা বলতে চাইছ, বলনি
আপতত তুলে রাখো তোরঙ্গে; একটা সাদামাটা হাসি হেসে ফেলো
যার কোনো অর্থ হয় না
আর গুম হয়ে যাবার সময় শেষ হাসিটা তো হাসো
কারণ ভোট বড় মূল্যবান না দিলেও দিয়ে দেয় কেউ
উপোস শেয়ার করে না
কেবল অন্ধত্ব ঠেলে দেয় পুরোহিত ডেকে

এখন কোনো কথা না বলা ভালো
কারণ ন্যায়ের সময়ে সকল কথার ভিন্ন অর্থ হয়ে যায়
আর গায়েনের শরীর থেকে আগুনের পানি ঝরে
ক্লান্ত হয়ে পড়ে গ্যাবরিয়েলের পাখা
আর গোলমেলে শহরটাই তলিয়ে থাকে অকারণ
কথা বলো না,
কারণ উদ্ভট এক ন্যায় তোমার কাঁধে চড়ে
হাম্বারব দেবে।

আমি চাই
দুলাল সরকার

আমিতো চাই স্বার্থটা হোক সমষ্টির-----
আকাশ ভাঙ্গা বুকের আগুন---- সবার প্রিয়
বাঁচার উপায়, ব্যাপ্তি এবং প্রগতির-----
সংঘ শক্তি সমুদ্র গান, ফুটন্ত নীল
সুন্দর একটি মানব জীবন, চেতনা দীপ
নিটোল, নিবিড়, চারু হৃদয়, প্রতিবাদী স্বর
অতল একটি স্বপ্ন সফল শ্রমজীবী
এক জাগতিক মহা পৃথিবীর;

আমিতো চাই নিরাপোষ দিন---- সাম্য, মৈত্রী
বিশ্ব বিবেক, অহিংস দিন, আলোর আকাশ
সবুজ মানুষ, নীলকণ্ঠ ফুল----
অনেক, অনেক যৌবন লেখা বজ্র রূপ।

শহর সভ্যতার মতোই শূন্য
গাউসুর রহমান

কারো কারো মুখে পাওয়া যায়
বিবর্ণ মোমের গন্ধ।
আমি এখন আবহমান রাত থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে থাকি।

মানুষ ঘুমোতে না পারলে
স্বপ্ন দেখতে পারে না,
পাদপ্রদীপের আলোও তখন
অন্ধকার মনে হয়।

তখন শিশির বিন্দুর মতো শব্দ
কানে আসে,
মনে হয় জাগত পাখিদের প্রেম
মনে হয় জ্যামিতির ভিতর
হারিয়ে ফেলেছি-
আমি আমার নিহের কুহুক।

তখন মনে হয় বিবর্ণ ভয়ে আছি
তখন পারি না আস্বাদ করতে
ভোরের রোদ আর নীল আকাশ,
তখন মনে হয়-
শহর সভ্যতার মতোই শূন্য।

অন্য জীবন
চন্দনকৃষ্ণ পাল

ঘাসের গন্ধ আজ হারিয়েছি সাড়ে তিন যুগ
ফড়িং এর হাঁটা চলা নিষিদ্ধ এই জনপদে
কী নিয়ে থাকি আমি?
উদ্ভট শব্দ আর বিচিত্র গন্ধ নিয়ে,
সাথে আছে উড়ন্ত ধুলো-
যে ধুলোতে মিশে আছে কফ কাশ থুথুর জীবন।

এ জীবন চাইনি তো!
পেয়ে গেছি ক্ষুধার জ্বালায়!

কোনো পূর্বাভাস নেই
মুস্তফা হাবীব

বৈষম্যে বাড়ছে পাহাড়ের সঙ্গে সমভূমির
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে আছাড় খাচ্ছে মানুষের স্বপ্ন,
তবু ফুলেল সংবর্ধনার আয়োজন জনতার হাটে
বাহবা কুড়াচ্ছে জ্ঞানপাপী অসাধু জামাই সন্ন্যাস।

টোপ গিলে চুপচাপ রাজপথের ফেরিওয়ালা
নিজের ইচ্ছায় ঘুম যায়, জাগে নৈর্ব্যক্তিক খেয়ালে।
অসামান্য উচ্ছাসে মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে
ক্ষয় করে শরীর, পথের নিঃসীম ক্লান্তিকে পুঁজি ভেবে
বাঁচার জন্য দেয় হামাগুড়ি উঁচু নিচু বেঢপ পথে।

অতঃপর খাবার খায় বিশমাত্রার তৈজসপত্রে
চোখে দেখতে পায় ওলা বিড়ালের বহুরূপ বণ্টন ব্যবস্থা
হীরা মণিমুক্তা সোনা রূপা কাসা পিতল মেলামাইন
প্লাস্টিক মাটি পলিথিন ও কলাপাতার দস্তানা....

মানুষ আর কত প্রতারিত হবে-
রাজপথে রক্ত দিয়ে কত সৃষ্টি করবে রাজনৈতিক বেনে?
সমভূমির এই দেশে ঋণখেলাপি বসে রাজসিক চেয়ারে,
মোহমুক্ত মানুষেরা বারবার মার খায়
ঘুমঘোরে দ্যাখে আয়নাঘর, ক্রসফায়ারের বীভৎস চিত্র।

না, বৈষম্যমুক্ত স্বদেশ নির্মাণের কোনো পূর্বাভাস নেই
আবহাওয়া দপ্তরে কেবল উচ্চ ঘূর্ণিঝড়ের কারুকাজ
সেই ঝড়ে সৃষ্টি হচ্ছে উচ্চবিত্তের ধুলিঝড় উত্থান।

রক্তখচিত গর্বিত ইতিহাস
মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজাও দিতে জানি যখন,
ডানা কেটে রক্ত দেয়া আর তেমন কী কঠিন!
সেদিন পাখির চোখে দেখা অগ্নিশপথ
মুক্তির পথে বুক বাড়িয়ে ধরে হাঁটায়
যদি জীবনের বিনিময়ে নিজেদের একটা আকাশ হয়
মুক্ত অবাধ...
সেই আকাশের সীমানা ছুঁয়ে তবে
ভাঙা পঙক্তিতে একটা কবিতা লেখায় পিছুটান কীসে?
যে কবিতার নেপথ্যে আঁকা একটা পতাকা...
অনাগত প্রজন্মের প্রদীপ্ত শেকড়,
সে কবিতার সারসংক্ষেপ তর্জমা যেন
একটা রক্তখচিত গর্বিত ইতিহাস জানা।

আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ পেলেন সামিরাতু





শেষ পৃষ্ঠার পর

(২৩ জুন) সন্ধ্যায় স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'কমেন্সমেন্ট সেরিমনি ২০২৬' (স্নাতক সমাবর্তন) অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে এই স্কলারশিপের অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. উমায়রা টিয়ো। তিনি শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনের করণীয়, নিয়মিত অধ্যয়ন, অনুশীলন ও দায়িত্বশীল জীবনাচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

স্কলারশিপ বিতরণকালে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল মিস ভ্যারেনা কাবারক্যাস প্রয়াত শিক্ষার্থী আহমদ সোহানের স্মৃতিচারণ করে আবেগঘন বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কৃতি ছাত্র সোহান আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে সে আছে আমাদের মনের গভীরে, আমাদের অস্তিত্বের শিকড়ে। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।"

প্রিন্সিপাল আরও বলেন, সোহান মেধার বিকাশে ও জ্ঞানার্জনের অভাবনীয় অদম্য বাসনা নিয়ে শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তার নিরবচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিল।

২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুল থেকে বেশ কয়েকটি অ্যাওয়ার্ডসহ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আহমদ জে সোহান। কিন্তু কলেজ জীবন শুরু করার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায়, ওই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মৃতি ও মেধাকে ধরে রাখতে ২০১১ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ এই 'আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করে।

রেন্ট ফ্রিজ অনুমোদনের মধ্যেই আবাসন প্রকল্পে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব!

শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাড়াটে-সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানায়।

মেয়র মামদানি দীর্ঘদিন ধরেই নিউইয়র্কের উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় ও আবাসন সংকটকে তার রাজনৈতিক এজেন্ডার কেন্দ্রে রেখেছেন। ক্ষমতায় আসার পরপরই তিনি বোর্ডে নিজের অনুগত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেন, যা এই নীতি দ্রুত পাসে সহায়তা করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ নিম্ন ও মধ্য আয়ের ভাড়াটেদের চাপ কমাবে এবং সিটির গৃহহীনতার ঝুঁকি হ্রাস করবে। ভাড়াটে সংগঠনগুলোর মতে, এটি প্রায় ২০ লাখ রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড বাসিন্দার জন্য একটি বাস্তব ও তাৎক্ষণিক স্বস্তি।

তবে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা এসেছে রিয়েল এস্টেট খাত থেকে। মালিকপক্ষের সংগঠনগুলোর দাবি, ভাড়া স্থগিত দীর্ঘমেয়াদে ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং পরিচালন ব্যয়ে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে। তাদের মতে, শ্রম ও নির্মাণ খরচ বাড়তে থাকলে ভাড়া না বাড়ানো ভবিষ্যতে আবাসন মানের অবনতি ডেকে আনতে পারে। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এতে অবহেলিত ভবন, আর্থিক সংকট এবং এমনকি ফোরক্লোজারের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

একই সময়ে সিটির অন্য প্রান্তে ভিন্ন বাস্তবতা সামনে এসেছে। ব্রঙ্কসের একটি মিচেল-লামা হাউজিং প্রকল্প "ট্রেসি টাওয়ার্স"-এ আগামী চার বছরে প্রায় ৩১ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রায় ৮৭০টির বেশি ইউনিট নিয়ে গঠিত এই আবাসন প্রকল্পে বর্তমানে মাসিক ভাড়া ১,৩০০ থেকে ২,০০০ ডলারের মধ্যে রয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম বছরেই প্রায় ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়তে পারে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ধাপে ধাপে আরও বৃদ্ধি যুক্ত হবে, যা চক্রবৃদ্ধি হিসাব করলে মোট বৃদ্ধি ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে।

এই প্রস্তাবকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ভবনের অবকাঠামোগত সমস্যা, পানি লিকেজ, পুরোনো পাইপলাইন এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে পরিস্থিতি খারাপ হলেও এখন ভাড়া বাড়ানোর চাপ তাদের ওপর অন্যায় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ভাড়াটে সংগঠনগুলোর দাবি, পূর্বে মেরামতের জন্য বরাদ্দ তহবিল যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে এখন ভাড়া বৃদ্ধি দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সিটি হাউজিং কর্মকর্তারা বলছেন, ভবনের পরিচালন ব্যয়, পুরোনো অবকাঠামো সংস্কার এবং বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য এই ভাড়া বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাদের মতে, মিচেল-লামা প্রোগ্রাম মধ্যবিত্তদের জন্য সাশ্রয়ী আবাসনের লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে অনেক প্রকল্প আর্থিক চাপে টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।

এই দুই বিপরীত নীতি একই সময়ে সামনে আসায় নিউইয়র্কের আবাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড ইউনিটে ভাড়াটেদের জন্য স্বস্তির ঘোষণা, অন্যদিকে মিচেল-লামা প্রকল্পে ভাড়া বৃদ্ধির চাপ—দুই ক্ষেত্রেই "সাশ্রয়ী আবাসন" শব্দটি থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগে বড় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

নীতিগত এই বৈপরীত্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। কিছু সিটি কাউন্সিল সদস্য মনে করছেন, একই শহরে দুই ধরনের আবাসন ব্যবস্থায় ভিন্ন নীতি প্রয়োগ হলে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা আরও বাড়তে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক কাঠামো আলাদা হওয়ায় সিদ্ধান্তও আলাদা হতে বাধ্য।

সব মিলিয়ে নিউইয়র্কের আবাসন রাজনীতিতে এই মুহূর্তে এক ধরনের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। একদিকে রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় ভাড়া স্থগিত নীতি, অন্যদিকে আর্থিক বাস্তবতার চাপে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব—এই দুইয়ের সংঘাতে শহরের ভবিষ্যৎ আবাসন নীতি কোন পথে যাবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও গভীর হচ্ছে।

শরণার্থীদের জন্য নতুন স্পনসরশিপ ভিসা চালুর ঘোষণা যুক্তরাজ্যের

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবেদন গ্রহণ শুরু হবে।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রথম দফায় শরণার্থীদের যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর কথা ২০২৭ সালে।

আগামী বছর থেকে নিয়োগদাতাদের মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য পৃথক কর্মসংস্থানভিত্তিক একটি ভিসা চালুরও পরিকল্পনা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কানাডার দীর্ঘদিনের কমিউনিটি স্পনসরশিপ মডেলের আদলে নতুন এই পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেন, নতুন ব্যবস্থা প্রকৃত শরণার্থীদের সুরক্ষা দেবে, সেই সঙ্গে আশ্রয়ব্যবস্থার যেসব ফাঁকফোকরের অপব্যবহার করা হত, সেগুলোও বন্ধ হবে।

তার ভাষায়, "যুদ্ধ ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা মানুষের জন্য ব্রিটেন সবসময় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তবে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে জনগণের বিশ্বাস থাকতে হবে যে এটি ন্যায্য, নিয়ন্ত্রিত এবং অপব্যবহারের সুযোগমুক্ত।"

কানাডার মডেলে নতুন ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কানাডায় ১৯৭৯ সালে চালু হওয়া কমিউনিটি স্পনসরশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় চার লাখ শরণার্থী পুনর্বাসিত হয়েছেন।

ব্রিটিশ সরকারের দাবি, কানাডায় স্পনসর হওয়া শরণার্থীদের ৭০ শতাংশ এক বছরের মধ্যে চাকরি পান, যা সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় আসা শরণার্থীদের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি।

বর্তমানে যুক্তরাজ্যেও ইউকে রিসেটেলমেন্ট স্কিম (ইউকেআরএস) নামে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি স্পনসরশিপ রয়েছে। তবে ওই স্কিমের আওতায় পুনর্বাসিত অধিকাংশ শরণার্থীর দায়িত্ব স্থানীয় কাউন্সিলগুলো পালন করে।

নতুন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জাসহ বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান শরণার্থীদের বাসস্থান, কর্মসংস্থান এবং সমাজে একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

কে কে এই সুবিধা পাবেন, তা নির্ধারণে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাজ্য সরকার। যুক্তরাজ্যে আসার আগে আবেদনকারীদের পরিচয় যাচাই করা হবে কঠোরভাবে।

নতুন ব্যবস্থায় মোট কতজন শরণার্থীকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে, তা এখনো জানায়নি দেশটির সরকার। তবে শুরুতে এ সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং পুরো কর্মসূচি চালু হলে তা এখনকার ইউকে রিসেটেলমেন্ট স্কিমের তুলনায় বড় পরিসরে পরিচালিত হবে।

আশ্রয় আইনেও আসছে পরিবর্তন

নতুন স্পনসরশিপ কর্মসূচির পাশাপাশি আশ্রয় আবেদনে মানবাধিকার আইন এবং আধুনিক দাসত্ববিরোধী আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তাতেও পরিবর্তন আনতে চায় ব্রিটিশ সরকার।

সরকারের ভাষ্য, ভিত্তিহীন বা প্রতারণামূলক আশ্রয় আবেদন কমাতে এসব পরিবর্তন প্রয়োজন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। সরকার মনে করে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এই সনদের সদস্য থাকা যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে আশ্রয়সংক্রান্ত পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে 'পরিবার' শব্দের সংজ্ঞা সংকুচিত করে শুধু নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ ছাড়া আধুনিক দাসত্ব আইনের অধীনে সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগও সীমিত করা হবে। কোনো বিদেশি নাগরিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে বা জাল নথি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে তিনি এই সুরক্ষার আওতায় থাকবেন না।

রাজনৈতিক বিতর্ক

নতুন কর্মসূচি নিয়ে ব্রিটেনের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

কনজারভেটিভ পার্টির ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস ফিল্পের ধারণা, বৈধ কর্মসূচিতে সুযোগ না পাওয়া অনেকেই নৌকায় চেপে সাগর পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করবেন। তাই সরকারের এই পরিকল্পনা অবৈধ অভিবাসন কমাতে কার্যকর হবে না।

রিফর্ম ইউকের স্বরাষ্ট্রবিষয়ক মুখপাত্র জিয়া ইউসুফ বলেন, এই কর্মসূচি লেবার পার্টির নির্বাচনি ইশতেহারে ছিল না। ফলে এর জন্য সরকারের কোনো জনসমর্থনের ম্যান্ডেট নেই। রিফর্ম ইউকে ক্ষমতায় এলে এই কর্মসূচি বাতিল করবে।

অন্যদিকে লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের স্বরাষ্ট্রবিষয়ক মুখপাত্র ম্যাক্স উইলকিনসন একে 'সঠিক পথে একটি পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করলেও নৌকায় চেপে অভিবাসন ঠেকাতে আরও উদ্যোগের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন।

কমিউনিটি স্পনসরশিপ অ্যালায়েন্স সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণ ও কমিউনিটিগুলো যেন নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা কাকে স্পনসর করবে।

সংগঠনটির উপসভাপতি লিওনি আনসেমস ডে ব্রিস বলেন, যোগ্যতার শর্ত অতিরিক্ত কঠোর করলে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

সরকারের ভেতরেও মতবিরোধ

নতুন স্পন্সরশিপ ভিসা কর্মসূচির এই ঘোষণা এমন সময় এল, যখন অভিবাসন নীতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ ও তার জুনিয়র মন্ত্রী মাইক ট্যাপের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

মাইক ট্যাপ একটি পত্রিকায় লেখা নিবন্ধে যুক্তি দেন, নতুন অভিবাসন বিলে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বিদেশি কেয়ার ওয়ার্কারদের ভিসা পরিবর্তনের প্রস্তাব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

শাবানা মাহমুদ এ ঘটনায় ট্যাপকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের অনুরোধ জানালেও প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সেই অনুরোধে সাড়া দেননি।

অভিবাসন আইন সংস্কারের অংশ হিসেবে এর আগে চলতি বছর ডেনমার্কের মডেল অনুসরণ করে শরণার্থীদের শুধু অস্থায়ী সুরক্ষা দেওয়া এবং স্থায়ী আবাসনের জন্য অপেক্ষার সময় দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

সেই সিদ্ধান্তে লেবার পার্টির একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তাদের দাবি ছিল, নৌকায় করে ঝুঁকি নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ ঠেকাতে নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসনের পথ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পের ৪ দিন পর ধ্বংসস্তূপ থেকে পিতা-পুত্রকে জীবিত উদ্ধার

পত্রিকা ডেস্ক : ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের ৪ দিন পর ধসে পড়া একটি ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এক বাবা ও তাঁর ছেলেকে। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করা উদ্ধারকর্মীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। কারণ, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আরও জীবিত মানুষকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, উদ্ধারের সময় বাবা ও ছেলেকে দৃশ্যত দুর্বল অবস্থায় দেখা যায়। তাঁদের দুজনের মুখেই মাস্ক ছিল। উদ্ধারকর্মীরা কাপড় দিয়ে তৈরি অস্থায়ী স্ট্রেচারে করে তাঁদের ধ্বংসাবশেষে ছড়িয়ে থাকা সড়ক পেরিয়ে অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যান। এ সময় উপকূলীয় শহর লা গুয়ারিয়ায় জরুরি সেবার যানবাহনের চারপাশে স্থানীয় মানুষের ভিড় জমে।

গত বুধবার আঘাত হানা ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলীয় অঙ্গরাজ্য লা গুয়ারিয়া। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এ দুর্যোগে অন্তত ১ হাজার ৪৫০ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া হাজার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া দল জানায়, বাবা ও ছেলেকে জীবিত বের করে আনতে টানা ১২ ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। বিশেষায়িত অনুসন্ধান ক্যামেরা ব্যবহার করে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আটকে থাকা মানুষের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর অস্থিতিশীল ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে পৌঁছান উদ্ধারকর্মীরা।



ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পের ৪ দিন পর ধ্বংসস্তূপ থেকে পিতা-পুত্রকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: এএফপি

ফরাসি সিভিল সিকিউরিটি দলের এক সদস্য বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে চার দিন আটকে থাকার কারণে তাঁদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এমন অবস্থার রোগীদের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যায়, তাঁদের ক্ষেত্রেও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে তাঁদের শরীরে তরল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানান, পুরো উদ্ধার প্রক্রিয়া খুব ধীরগতিতে পরিচালনা করতে হয়েছে।

ওই এলাকায় পরিচালিত উদ্ধার অভিযানে ফরাসি সিভিল সিকিউরিটির সদস্যদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি আরবান সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ টিমও অংশ নেয়। এর আগের দিন একই দল এক মা ও তাঁর ৯ মাস বয়সী শিশুকে জীবিত উদ্ধার করেছিল।

বাবা ও ছেলেকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনার আগে উদ্ধারকারীরা শিরায় তরল দেওয়ার প্রস্তুতি নেন এবং চারপাশের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে পথ তৈরি করেন। একই সময়ে অন্য সদস্যরা ধ্বংসস্তূপের আশপাশে অবস্থান করে জীবনের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তা খুঁজতে থাকেন এবং ভেতরে কাজ করা সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন।

সপ্তাহান্তজুড়ে অন্তত ৩৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো কয়েক দশ হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। এতে জীবিতদের উদ্ধারে সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে বলে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, সাধারণত ভূমিকম্পের পর ৭২ ঘণ্টা অতিক্রম করলে ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত মানুষ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তারপরও উদ্ধারকারীরা এখনো আশার আলো নিভতে দিচ্ছেন না।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ-এনএ'র বনভোজন অনুষ্ঠিত





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ-এনএ'র বার্ষিক বনভোজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। চমৎকার আবহাওয়ায় প্রকৃতি ঘেরা নিউইয়র্কের বেথপেজ স্টেট পার্কে গত ২০ জুন শনিবার দিনব্যাপী এই বনভোজনের কর্মকান্ড চলে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের দুই শতাধিক প্রবাসী মিরসরাইবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি তাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যোগদান আয়োজকদের উৎসাহিত করে। অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ১০০ মিটার দৌড় ও বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, বড়দের দৌড়, বল থ্রো আর মহিলাদের সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরনী। খবর ইউএনএ'র।

বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি আবু তাহের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন, লুৎফুল করীম ও নিখিল বাবু। দুপুরে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর চলতে থাকা আড্ডা আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের আকর্ষনীয় সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, র‍্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরণী। পিলো থ্রোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছাড়াও সবার জন্য ছিলো অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার। খেলাধুলা পরিচালনা করেন সেলিম, নজরুল চৌধুরী ও রেমান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ-এনএ'র এবারের বনভোজন-কে একটি সফল অনুষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যোগ্য নেতৃত্বের কারনেই ভালো বনভোজন উপহার দেয়া সম্ভব হয়েছে এবং আগামী দিনে সংগঠনটি আরো এগিয়ে যাবে। বক্তারা বলেন, এমন আয়োজনে প্রবাসে সকল অঞ্চলের মানুষের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে গুরুত্ব বহন করে।

বিকেলের ঝাল-মুড়ি আর চায়ের আড্ডার সাথে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাসরিন খন্দকার।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হানিফ চৌধুরী ও কাউসার চৌধুরী। এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি আর সংগঠনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। র‍্যাফল ড্র'র আকর্ষণীয় ১০টি পুরস্কারের মধ্যে প্রথম পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমানের টিকিট জিতে নেন মোহাম্মদ নুরুদ্দীন (সৌজন্যে: মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ), দ্বিতীয় পুরস্কার ৬৫ ইঞ্চি টিভি জিতে নেন ফখরুদ্দীন ভূইয়া।

মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ-এনএ'র বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, আরমান চৌধুরী সিপিএ, ডা. এনামুল হক সবুর, ডা. হাসনাত, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ, আবু তাহের ভূইয়া প্রমুখ সহ টিডিএস ইন্স্যুরেন্স।

এবারের বনভোজন সফর করতে গঠিত কমিটির কর্মকর্তারা ছিলেন আহ্বায়ক মেজবা উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানা আক্তার লাকি, সদস্য সচিব মাঈন উদ্দিন খন্দকার, যুগ্ম সদস্য সচিব জি এম মোর্শেদ, সহযোগি সদস্য ছিলেন ফখরুদ্দীন ভূইয়া, সাজেদা বেগম সাজু, পূরবী জান্নান, নজরুর ইসলাম, হায়দার টিপু, নুরুছাপা পূর্নিমা, দিদারুল আলম, মোহাম্মদ আলী শাওন, হামিদা প্রীথা, নুর নবী চৌধুরী, উৎপল শর্মা, পল্লব রায় ও সামিউল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম ও কাউসার চৌধুরী।





নিউইয়র্কে ওয়ার্ক জোনে ৩০ জুন চালু হচ্ছে স্পিড ক্যামেরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

১০০ ডলার করে জরিমানা দিতে হবে।

এমটিএ জানিয়েছে, ব্রুকস-হোয়াইটস্টোন ব্রিজ, ক্রস বে ভেটেরান্স মেমোরিয়াল ব্রিজ, হেনরি হাডসন ব্রিজ, হিউ এল. ক্যারি টানেল, মেরিন পার্কওয়ে ব্রিজ, কুইন্স মিডটাউন টানেল, রবার্ট এফ. কেনেডি ব্রিজ, থ্রগস নেক ব্রিজ এবং ভেরাজানো-নারোজ ব্রিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

চালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনেকেই নির্মাণ এলাকায় নির্ধারিত গতিসীমার চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালান, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

এমটিএ জানিয়েছে, প্রতিটি সক্রিয় ওয়ার্ক জোনে রাডার ও ক্যামেরা-সজ্জিত অচিহ্নিত যান ব্যবহার করা হবে এবং ড্রাইভারদের সতর্ক করার জন্য সাইনবোর্ডও থাকবে।

এমটিএ স্পষ্ট করেছে যে এই লঙ্ঘনগুলোকে নন-মুভিং ভায়োলেশন হিসেবে ধরা হবে, অর্থাৎ এগুলো ড্রাইভিং রেকর্ড বা বীমা রেকর্ডে যুক্ত হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে বহিষ্কৃত টিপিএসধারীদের জন্য কানাডায় আশ্রয় সংকুচিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিবাসন নীতিতে উল্লেখযোগ্য কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

২০১৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো নিজে বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে সিরীয় শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু মহামারির পর অর্থনৈতিক অভিবাসন ব্যবস্থার নানা সমস্যা এবং নতুন অভিবাসীদের প্রতি জনমতের পরিবর্তনের ফলে কানাডা এখন অভিবাসন নীতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

বর্তমান নীতির প্রভাব শুধু আশ্রয়প্রার্থী নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, দক্ষ কর্মী এবং অন্যান্য অভিবাসীদের ওপরও পড়েছে। দীর্ঘ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর সম্প্রতি প্রথমবারের মতো কানাডার জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে কার্যকর সেফ থার্ড কান্ট্রি অ্যাগ্রিমেন্ট অনুযায়ী, যে ব্যক্তি প্রথমে একটি দেশে প্রবেশ করেছেন, তাকে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয়ের আবেদন করতে দেওয়া হয় না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় আশ্রয় চাইতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদের ফেরত পাঠানো হয়। তবে সমালোচকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের শরণার্থী গ্রহণের অধিকাংশ পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যাপক বহিষ্কার অভিযান চালানোর কারণে এই চুক্তির মূল ভিত্তি–উভয় দেশই সমানভাবে নিরাপদ–এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজারো অভিবাসী অবৈধভাবে কুইবেকের রক্সহ্যাম রোড সীমান্তপথ দিয়ে কানাডায় প্রবেশ করলে দেশটিতে ব্যাপক রাজনৈতিক ও জনঅসন্তোষ তৈরি হয়। তাদের বেশিরভাগই ছিলেন হাইতির নাগরিক। এরপরই কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত চুক্তিকে আরও কঠোরভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের জন্য কানাডায় আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা এখন আগের তুলনায় অনেক সীমিত হয়ে পড়েছে।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মূল্যণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রীনকার্ড পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes



Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন স্থানে ব্যবসা সম্প্রসারণ কিংবা ব্যবসা Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আমেরিকায় ১ মিলিয়ন বা সমমানের ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইবাযারে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

দেশে কোন জোশপতীয় মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পরবর্তীতে এবং চুক্তির পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit **2021** For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

অনিশ্চয়তায় কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সেতুর উদ্বোধন

শেষ পৃষ্ঠার পর প্রস্তুত। ২০১৮ সালে নির্মাণ শুরু হওয়া সেতুটি চলতি বছরের শুরুতেই চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রও সেতুটির মালিকানায় অংশীদার না হলে তিনি এটি চালুর অনুমোদন দেবেন না।

এরপর কয়েক মাস ধরে অনিশ্চয়তা চলতে থাকে। জুন মাসে সেতু কর্তৃপক্ষ উদ্বোধনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করলেও শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়।

অন্টারিও ট্রাকিং অ্যাসোসিয়েশন এবং কানাডিয়ান ট্রাকিং অ্যালায়েন্সের সভাপতি স্টিফেন লাসকোস্কি জানান, তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই ফোনে তাকে জানানো হয় যে অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে।

গর্ডি হাও আন্তর্জাতিক সেতুটি কানাডা সরকার এবং মিশিগান অঙ্গরাজ্যের যৌথ মালিকানাধীন একটি অবকাঠামো প্রকল্প। নির্মাণ ব্যয়ের পুরো অর্থ কানাডা অগ্রিম বহন করেছে। পরে টোল আদায়ের মাধ্যমে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার হলে কানাডা ও মিশিগান রাজ্য টোল আয় ভাগাভাগি করবে এমন চুক্তি রয়েছে।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতে, এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ পুরোপুরি নিশ্চিত করে না। তিনি চান, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারও সেতুটির মালিকানায় সরাসরি অংশীদার হোক।



এদিকে কানাডার কয়েকজন রাজনীতিক অভিযোগ করেছেন, অ্যাম্বাসাডর ব্রিজ এর মালিক মোরাউন পরিবার নতুন সেতুর উদ্বোধন বিলম্বিত করতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছে। পরিবারটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিপাবলিকান রাজনীতিকদের বিভিন্ন তহবিলে লাখ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছে। এর মধ্যে ট্রাম্প-সমর্থিত একটি সুপার পিএসিকেও ১০ লাখ ডলার অনুদান দেওয়ার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেট্রয়েট-উইন্ডসর সীমান্ত করিডর উত্তর আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রবেশপথ। প্রতি বছর এই সীমান্ত দিয়ে কোটি কোটি ডলারের গাড়ির যন্ত্রাংশ, শিল্প সরঞ্জাম, কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য পণ্যবাহী লাখ লাখ ট্রাক যাতায়াত করে। নতুন সেতুটি চালু হলে সীমান্তে যানজট কমবে, পণ্য পরিবহন দ্রুত হবে এবং দুই দেশের সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছিল।

কিন্তু উদ্বোধন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবহন শিল্প, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। অনেকের আশঙ্কা, রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই অবকাঠামো প্রকল্পের সুবিধা পেতে আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, গর্ডি হাও আন্তর্জাতিক সেতুর ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সরকারের মধ্যে মালিকানা ও পরিচালনা নিয়ে সমঝোতার ওপর। সমাধান না হলে উত্তর আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত বাণিজ্য করিডরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগানো আরও বিলম্বিত হতে পারে।

ব্রুকলিনে সর্বনিম্ন ভাড়ায় ফ্লাট : লটারি আবেদন শুরু

শেষ পৃষ্ঠার পর চালু হয়েছে। কিছু ইউনিটে তাৎক্ষণিকভাবে বসবাসের সুযোগ রয়েছে, আবার কিছু ইউনিটের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় আবেদন নেওয়া হচ্ছে। সর্বনিম্ন মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৫৩৭ ডলার।

যারা নিউইয়র্ক সিটিতে তুলনামূলক কম ভাড়ায় বসবাসের সুযোগ খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ হতে পারে।

ভবনটিতে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তাসহ তত্ত্বাবধানযুক্ত প্রবেশদ্বার, কাপড় ধোয়ার কক্ষ, আধুনিক ব্যায়ামাগার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা রয়েছে। পোষা প্রাণী রাখারও অনুমতি রয়েছে। এছাড়া আবেদনকারীদের কোনো আবেদন ফি বা ব্রোকার ফি দিতে হবে না।

বর্তমানে দুটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এর একটি ইউনিটের মাসিক ভাড়া ৫৩৭ ডলার, যেখানে এক বা দুই সদস্যের পরিবার আবেদন করতে পারবে। একজন আবেদনকারীর বার্ষিক আয় ১৮ হাজার ৪১২ থেকে ৩৫ হাজার ৬৪০ ডলার এবং দুই সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে ১৮ হাজার ৪১২ থেকে ৪০ হাজার ৭১০ ডলারের মধ্যে হতে হবে।

আরেকটি স্টুডিও ইউনিটের মাসিক ভাড়া ৭৩৬ ডলার। এই ইউনিটের জন্য একজনের বার্ষিক আয় ২৫ হাজার ২৩৫ থেকে ৪৭ হাজার ৫২০ ডলার এবং দুই সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার ২৩৫ থেকে ৫৪ হাজার ২৮০ ডলার হতে হবে।

এছাড়া কয়েকটি ইউনিটে তাৎক্ষণিকভাবে বসবাসের সুযোগ রয়েছে। স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের মাসিক ভাড়া ১ হাজার ১৩৪ ডলার। এতে এক বা দুই সদস্যের পরিবার আবেদন করতে পারবে। অন্যদিকে একটি এক শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্টের মাসিক ভাড়া ১ হাজার ২১৫ ডলার, যেখানে সর্বোচ্চ তিন সদস্যের পরিবার আবেদন করার সুযোগ পাবে।

প্রতিটি ইউনিটের জন্য নির্ধারিত আয়সীমা ও পরিবারের সদস্যসংখ্যার শর্ত পূরণ করতে হবে। যোগ্য আবেদনকারীরা এনওয়াইসি হাউজিং কানেক্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে আবাসন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলায় এ ধরনের সাশ্রয়ী আবাসন কর্মসূচি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে ডাম্বোর মতো জনপ্রিয় এলাকায় তুলনামূলক কম ভাড়ায় বসবাসের সুযোগ পাওয়া অনেক আবেদনকারীর জন্য বড় একটি সুযোগ হতে পারে।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(চোখ অন্ধ কি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

ডেমোক্রেটিক দলের রাজনীতিতে যেভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন জোহরান মামদানি

২-এর পৃষ্ঠার পর

সিটি হলে এক বৈঠকে তিনি শেভালিয়ারকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মামদানির যোগাযোগ পরিচালক অ্যানা বার সিএনএনকে বলেন, মেয়র মামদানি এক ভিন্ন ধরনের রাজনীতির উদাহরণ তৈরি করছেন–যা কোনো কোটিপতির অর্থায়নে বা পরামর্শকদের বুদ্ধিতে চলে না; বরং খেটে খাওয়া মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। নিউইয়র্কবাসী ঠিক এটাই চাচ্ছেন। তাঁর সমর্থিত প্রার্থীরাও এই আদর্শেরই প্রতীক এবং সে কারণেই আজ (মঙ্গলবার) রাতে এই পুরো প্যানেলটি জয়ী হয়েছে।

নির্বাচনে শেভালিয়ারের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর অ্যানা বারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেয়র কি এই নির্বাচনী লড়াইয়ের পর সবার সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন, নাকি এখন বাকিদেরই তাঁর কাছে আসতে হবে? জবাবে বার সংক্ষেপে একটি টেক্সট মেসেজ পাঠান, যাতে কেবল একটি ইমোজি ছিল।

নিউইয়র্ক নিক্স বাস্কেটবল দলের অঙ্ক ভক্ত মামদানি দলটির সাম্প্রতিক চ্যাম্পিয়ন হওয়া উদ্‌যাপন করতে গিয়ে সুপারস্টার গার্ড জ্যালেন ব্রুনসনের দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেন।

সেই ক্লিপে ব্রুনসনকে বলতে শোনা যায়, 'অনেকে অনেক নেতিবাচক কথা বলেন। অনেকের অনেক মতামত থাকে। কিন্তু আপনি যখন তাঁদের ভুল প্রমাণ করে দেবেন, তখন তাঁদের মুখে কিছু বলার আর দরকার পড়ে না।'

বর্তমান ডেমোক্র্যাট দুই সদস্যকে মামদানির নিশানা

গত বছর মামদানি জেতার কিছুদিন পরই হাকিম জেফরিস মামদানির উপদেষ্টাদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অবগত দুজন ব্যক্তি জানান, জেফরিস বলেছিলেন–তাঁরা যদি ডেমোক্রেটিক দলের বর্তমান কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে লড়তে চান, তবে যেন সরাসরি তাঁর (জেফরিসের) বিরুদ্ধে লড়েন।

শুরুতে মামদানি তেমন কিছু করেননি। তাঁর কিছু মিত্রের অস্বস্তি বাড়িয়ে তিনি সিটি কাউন্সিলর চি ওসের হাত থেকে জেফরিসকে বাঁচাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ওসে ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সমর্থক। কিন্তু মামদানি তাঁর বিরুদ্ধে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার (ডিএসএ) স্থানীয় শাখাকে খেপিয়ে তোলেন।

এরপর মামদানি এনবিসির 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে গিয়ে পরিষ্কার বলেন, ডেমোক্র্যাটরা হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তিনি জেফরিসকেই স্পিকার হিসেবে দেখতে চান।

মঙ্গলবার সকালে ওসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মামদানি অন্যদের সমর্থন দিলেও তাঁর সম্ভাব্য নির্বাচনী লড়াইয়ে তাঁকে কেন সমর্থন দিলেন না? ওসে সিএনএনকে বলেন, 'আমার কাছে এর কোনো উত্তর নেই।'

প্রতিনিধি পরিষদের ড্যান গোল্ডম্যান গত বছর মামদানির ইসরায়েলবিরোধী অবস্থানের কারণে তাঁকে সমর্থন করতে রাজি হননি। অবশ্য গোল্ডম্যানের এলাকার বেশির ভাগ মানুষই মামদানিকে ভোট দিয়েছিলেন। তাই গোল্ডম্যান আগে থেকেই মামদানির নজরে ছিলেন। মামদানি অন্য এক ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট সিটি কাউন্সিলরকে নির্বাচনে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। কারণ, তিনি ব্র্যাড ল্যান্ডারকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। ল্যান্ডারকে মামদানি প্রথমে তাঁর পছন্দের ফার্স্ট ডেপুটি মেয়রের পদ না দেওয়ায় তিনি কংগ্রেস নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রুকলিনের এক ভোটকেন্দ্রের বাইরে গোল্ডম্যান সিএনএনকে বলেন, 'আমার মনে হয়, ব্র্যাডকে আমার জন্য সমস্যা বানিয়ে দেওয়াটা তাঁর (মামদানি) জন্য বেশ সহজ কাজ ছিল।'

অতীতের সব তিক্ততা ভুলে মামদানি নিজেকে ল্যান্ডারের নির্বাচনী প্রচারে সঁপে দেন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে তিনি ল্যান্ডারের সঙ্গে মঞ্চে ওঠেন। সেখানে তাঁরা এক বিশাল জয় উদ্‌যাপন করেন।

তবে প্রতিনিধি নিদিয়া ভেলাজকুয়েজের আসনের লড়াইটি ছিল অনেক বেশি জটিল ও উত্তেজনাপূর্ণ।

ভেলাজকুয়েজ মামদানির মেয়র নির্বাচনের শুরুর দিকে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। গত জুনে মামদানির জমকালো বিজয় পার্টিতে বক্তব্য দিয়ে সমর্থকদের করতালি পেয়েছিলেন। এখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি মামদানিকে সমর্থন করার জন্য অনুতপ্ত কি না। এই কংগ্রেস সদস্য জানান, তিনি কেবল মামদানির কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় তাঁকে তিনি তুলনামূলক ভালো বিকল্প মনে করেছিলেন।

ভেলাজকুয়েজ বলেন, সরকারের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব না বুঝে মামদানি একটি কৌশলগত ভুল করেছেন। যে নগর ফেডারেল ও রাজ্য সরকারের তহবিলের ওপর নির্ভর করে, সেখানে নিজের দল বা পরিধি বড় করার চেষ্টা করতে হয়, ছোট করা নয়। কারণ, সবার সাহায্যই কোনো না কোনো সময় প্রয়োজন হয়।

বিদায়ী এই কংগ্রেস সদস্য প্রথমে চেয়েছিলেন তাঁর জায়গায় কোনো নারী আসুক। বিশেষ করে তাঁর মতো পুয়ের্তো রিকান বংশোদ্ভূত কোনো নারী। ঘটনার বিষয়ে অবগত কয়েকজন ব্যক্তি জানান, ওই এলাকার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকা দুই নারী–সিটি কাউন্সিলর টিফানি কাবান এবং স্টেট সিনেটর জুলিয়া সালাজারকে মামদানি স্পষ্টভাবেই মেনে নেননি। কারণ, ডিএসএর সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রথমে মামদানির মেয়র পদে দাঁড়ানো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁদের আশঙ্কা ছিল, মামদানি হেরে গেলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে। এবার মামদানি ক্লেয়ার ভালদেজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন, যিনি মাত্র এক মেয়াদের অ্যাসেম্বলি সদস্য ছিলেন। তিনি শুরুর দিকেই মামদানির মেয়র নির্বাচনকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মামদানি ততক্ষণে জেনে গিয়েছিলেন, ভেলাজকুয়েজ ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও রেনোসোকে সমর্থন করবেন।

মামদানি বারবার ভেলাজকুয়েজকে অনুরোধ করছিলেন, তিনি যেন রেনোসোর নাম এখনই সবার সামনে প্রকাশ না করেন। এমনকি মামদানির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশের আগের দিনও তিনি এ অনুরোধ করেন, যেখানে তিনি নিজেই ভালদেজকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এই বিষয় তিনি ভেলাজকুয়েজকে জানাননি।

পরদিন সকালে ভেলাজকুয়েজ ওই সমর্থনের বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর তিনি মামদানির সঙ্গে সেদিন রাতের পূর্বনির্ধারিত নৈশভোজের আমন্ত্রণ বাতিল করে দেন।

কুইন্সে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে উপভোগ করার মতো অসংখ্য বিনামূল্যের পাশাপাশি টিকিটের মাধ্যমে অংশ নেওয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হবে।

উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ হবে *লং আইল্যান্ড সিটি* জলতীর থেকে দেখা ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা দিবসের আতশবাজির প্রদর্শনী। রাত ৯টা ২৫ মিনিটে শুরু হওয়া এই আয়োজন প্রতি বছরের মতো এবারও হাজারো দর্শনার্থীকে আকৃষ্ট করবে।

এছাড়া *রয় উইলকিনস পার্কে* দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ স্বাধীনতা দিবসের উৎসব। এতে থাকবে ইতিহাসভিত্তিক পরিবেশনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরাসরি সংগীত পরিবেশন, শিশুদের জন্য নানা আয়োজন এবং বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা।

পুরো জুলাই মাসজুড়ে *কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির* বিভিন্ন শাখায় অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসভিত্তিক প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং শিশু-কিশোরদের জন্য সৃজনশীল কর্মসূচি। অন্যদিকে, *অ্যাস্টোরিয়া পার্ক* ও *লং আইল্যান্ড সিটি* জলতীরে ৩ জুলাই ঐতিহ্যবাহী পালতোলা জাহাজের বহর আগমন দর্শনার্থীদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

এ ছাড়া *ফ্লাশিং মেডোজ-করোনা পার্কে* আলোকসজ্জায় সজ্জিত সাইকেল ভ্রমণ, *কানিংহাম পার্কে* দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান, *বেসাইড ঐতিহাসিক সমিতিতে* বিশেষ প্রদর্শনী এবং *রকঅ্যাওয়ে হোটেলের* ছাদে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজকদের আশা, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কুইন্সের এসব আয়োজন স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি স্মরণীয় উৎসবে পরিণত হবে।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

নিউইয়র্কে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক ও পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক : প্রবাসে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসীর ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশন ইনক. (ইউএসএ)-এর অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ জুন (বৃহস্পতিবার) নিউইয়র্কের উডসাইডের গুলশান টেরেসে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মুন্সীগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শত শত প্রবাসী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রবাসে একটি স্থায়ী 'বিক্রমপুর ভবন' নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে নতুন প্রজন্মের কাছে মাতৃভূমির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।





হাজার মাইল দূরে প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও জন্মভূমির টান, পরিচিত মুখ আর শিকড়ের স্মৃতি এক ছাদের নিচে মিলিত করে প্রবাসীদের। মিলনমেলায় অংশ নেওয়া অনেকেই দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট সিরাজুল ইসলাম খান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম. এ. সিদ্দিক পল্লব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সিকদার।

অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন সেলিম। সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন দেলোয়ার হোসেন শিপন। উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইকতারুজ্জামান রতন এবং প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন।

দ্বিতীয় পর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মির্জা মনিরুজ্জামান মনির এবং নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন ও কাজী জামান (বিটু) নবনির্বাচিত ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Tooth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
1 TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নিউইয়র্কে জামালপুর জেলা সোসাইটির অভিষেক

শেষ পৃষ্ঠায় পর

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির কল্যাণ ও জামালপুরের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এ এস এম আশাফুদৌলাহ লিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামালপুরের কৃতি সন্তান ডা. গোলাম মোক্তাদির এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন। তারা প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের পর প্রয়াত সকল জামালপুরবাসীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মঈনউদ্দিন। এর আগে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন শিশু আয়ানউল্লাহ তালুকদার।





অনুষ্ঠানে জামালপুর সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসারের সঞ্চালনায় ১৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা জানানো হয়। তারা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলজার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার ছুন্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর , বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দিন মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. ইউসুফ আলী।

পরে ২০২৬ থেকে ২০২৮ মেয়াদের জন্যে গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান সাবেক সভাপতি সাঈদুর রহমান শেলী। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ হলেন, সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বাবু, সহ-সভাপতি মো. দুলাল হোসেন, মিজানুর রহমান, মো. শামীম চৌধুরী, হুমায়ুন কবীর, সুলতান মাহমুদ, শরিফুল ইসলাম মিন্টু এবং শামসুল ইসলাম রাজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূরউন্নবী নবীন, খোরশেদ আলম , শহিদুল ইসলাম মিন্টু, এবং মো. সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক-আহসান তানিন, কোষাধ্যক্ষ মো. আব্দুল লতিফ, আপ্যায়ন সম্পাদক শাকিল আহমেদ, প্রচার সম্পাদক এস এম হাসান আরিফ, দপ্তর সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক সামিউল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাবু, সাহিত্য সম্পাদক আমজাদ হোসেন, মহিলা সম্পাদক জান্নাতুল অন্তরা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ, গণসংযোগ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। কার্যকরী সদস্যরা হলেন : ইঞ্জিনিয়ার শফিউল বাদল, মো. খলিলুল্লাহ, জহুরুল ইসলাম, এ এস এম আশাফুদৌলাহ, মো. রফিকুল হাসান শাফি, সামসামুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম বাবলু, মো. নূরল ইসলাম এবং ফয়সাল হক জন তালুকদার।

সংগঠনটির নতুন কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নবনির্বাচিত নেতারা প্রবাসী জামালপুরবাসীর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন অতিথিরা। এতে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শশী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনটির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম শফিকুল ইসলাম আকন্দ, সহ-সভাপতি সুলতান মাহমুদ, শফিকুল ইসলামসহ প্রমুখ। এ সময় মঞ্চে আরও ছিলেন উপদেষ্টা অজিৎ ভৌমিক, মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার খোকন এবং সন্দীপ এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক সিরাজুল মাওলাসহ অন্যান্যরো। উপদেষ্টামন্ডলীতে আরও রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোর্শেদা জামান, ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ হাসিবুল গণি গালিব, সালাহউদ্দিন কাব্য, ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল হাসান এবং মো. লিয়াকত হোসাইন।

নিউইয়র্কে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক

শেষ পৃষ্ঠায় পর

অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুন রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বসবাসরত সুনামগঞ্জবাসীদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে নবনির্বাচিত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে সুনামগঞ্জের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু ও সাধারণ সম্পাদক মুন্না মুনতাসির সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য দেন। তারা প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীদের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নেও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।



অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মানিক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, মোতাহার রুবেল, শফিকুর রহমান ও আব্দুল বারী চপল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুহেল, কোষাধ্যক্ষ কাজিরুল ইসলাম শিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইমরুল হাসান সজল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সোহান আহমেদ রনি, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ এবং মহিলা সম্পাদক আসমা বেগমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসী অংশ নেন। অভিষেক পর্ব শেষে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। পরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থিত অতিথিরা আনন্দঘন সময় উপভোগ করেন।

চায়না টাউনে ১৫১ মিলিয়ন ডলারের নকল পণ্য জব্দ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

পুলিশ জানায়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে ছিল নকল রোলেক্স ঘড়ি, ডিজাইনার সানগাস, গয়না, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সুগন্ধি, জনপ্রিয় লাবুবু খেলনা এবং নিউইয়র্ক নিকস দলের পোশাকসহ বিপুল পরিমাণ জাল ব্র্যান্ডের পণ্য।

ম্যানহাটনের চায়নাটাউন এলাকায় পুলিশ সদস্যরা বড় বড় ব্যাগে সুগন্ধি ও কোলোন ভরে একটি ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে তুলছেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্যানাল স্ট্রিট, হেস্টার স্ট্রিট, মুলবেরি স্ট্রিট এবং ওয়েস্ট ২৭তম স্ট্রিটে পরিচালিত এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল পণ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যানাল স্ট্রিট এলাকার পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন। অভিযোগ ছিল, ফুটপাত দখল, আবর্জনার স্তূপ এবং অবৈধভাবে পার্ক করা যানবাহনের কারণে পথচারী ও যান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল।

তবে এসব সমস্যার মধ্যেও ক্যানাল স্ট্রিট পর্যটক ও স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে কম দামে পণ্য কেনার জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে পরিচিত। যদিও ভ্রমণবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রিপঅ্যাডভাইজারি সতর্ক করে বলেছে, সেখানে বিক্রি হওয়া তথাকথিত বিলাসবহুল ঘড়ি, ডিজাইনার ব্যাগ, সুগন্ধি ও অন্যান্য পণ্যের আসল হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, নকল পণ্যের অবৈধ ব্যবসা দমনে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

নিউইয়র্ক স্টেট প্রাইমারী নির্বাচন আগ্রহের প্রার্থীরা কে কত ভোট পেলেন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

কম্পট্রোলার ব্রেড ল্যান্ডার ৫৫০৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যান পেয়েছেন ২৮৪৪৫ ভোট।

কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৬ এ কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং পেয়েছেন ১৮১৩৪ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চাক পার্ক পেয়েছেন ১৩৬৭৪ ভোট।

ডিষ্টিক্ট ১৪ তে বর্তমান কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ পেয়েছেন ৩০১৮৯ ভোট। একই আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপ গার্সিয়া পেয়েছেন ২৩২৬ ভোট।

ব্রঙ্কসের ডিষ্ট্রিক্ট ১৫তে কংগ্রেস সদস্য রিচি টরেস পেয়েছেন ২৩৫৩১ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল ব্ল্যাক পেয়েছেন ৭১৩২ ভোট।

ম্যানহাটন ও ব্রঙ্কস নিয়ে গঠিত কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ১৩তে মামদানী সমর্থিত ডারিয়ালিজা চেভালিয়ার ৩২ ৭৯০ ভোট পেয়ে বর্তমান প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য এডরিয়ানো এসপালিয়াটকে পরাজিত করেছেন।

এসেম্বলী নির্বাচনে ডিষ্টিক্ট ৩০ থেকে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বাংলাদেশী শামসুল হক পেয়েছেন ২৬৯০ ভোট। অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যাট্রিক মার্টিনাজ মাত্র ১৩ ভোট এগিয়ে রয়েছেন তার থেকে। এর প্রেক্ষিতে সব ভোটই ম্যানুয়েলী বা হাতে গননা করা হবে। এতে দুই সপ্তাহ সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিষ্টিক্ট ৩৬ এ ডায়ান মরেনো পেয়েছেন ৯০৫১ ভোট। অপরদিকে বাংলাদেশী মেরী জোবাইদা এই আসনে শেষ খবর পর্যন্ত ১৯৬৮ ভোট পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

ডিষ্টিক্ট ৮৭ এ বর্তমান এসেম্বলী ওম্যান কারিনা রাইস পেয়েছেন ৪১০০ ভোট। অপরদিকে বাংলাদেশী প্রার্থী জাকির চৌধুরী পেয়েছেন ১৬০৯ ভোট। ডিষ্ট্রিক্ট ৩২ তে নাথ নিয়ান হেজবিয়াহ পেয়েছেন ৩৬১৭ ভোট। অন্যদিকে বাংলাদেশী সানি মোল্লা পেয়েছেন ১৩৭৫ ভোট।

ডিষ্ট্রিক্ট ৩৮ এ জেনিফার রাজকুমারকে হারিয়েছেন ডেভিট অরকিন্স। ডেভিড পেয়েছেন ৩৭২২ ও জেনিফার রাজকুমার পেয়েছেন ২৫৮৮ ভোট।

ওজনপার্কের ডিষ্টিক্ট ৫৪ এ ক্রিষ্টিয়ান টেট ও বর্তমান এসেম্বলী মেম্বার এ্যরিক ডিলানের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়ী ক্রিষ্টিয়ান পেয়েছেন ৪০৫৪ ও এ্যরিক ডিলান পেয়েছেন ২৪৭৯ ভোট।

স্টেট সিনেট ১২ তে বিজয়ী হয়েছেন ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভুত আবির কাওয়াজ। একই আসনে এসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাঘাকে হারিয়েছেন তিনি। আবির কাওয়াজ পেয়েছেন ১২৪৬০ ভোট আর স্টিভেন রাঘা পেয়েছেন ৮১৬৬ ভোট।

নিউ ইয়র্কে ব্রুকলীনের স্টেট এসেম্বলী ৫২তে ১৭৫৫৪ সর্বাধিক ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন জো এ্যনি শিমন। অন্যদিকে ডিষ্টিক্ট ২৬ মাত্র ৭৮৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন রবার্ট স্পেনজা।

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ৪০ : সোমবার, জুন ২৯, ২০২৬
আষাঢ় ১৫, ১৪৩৩, মহররম ১৩, ১৪৪৮
Vol. 30 : Issue 40 : June 29, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

চায়না টাউনে ১৫১ মিলিয়ন ডলারের নকল পণ্য জব্দ

গ্রেপ্তার ১৭

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনে বড় ধরনের অভিযানে প্রায় ১৫১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের নকল পণ্য জব্দ করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াইপিডি)। বৃহস্পতিবার পরিচালিত এই অভিযানে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং নগদ ১ লাখ ৪৫ হাজার ডলারও উদ্ধার করা হয়েছে। ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে বহিষ্কৃত টিপিএসধারীদের জন্য কানাডায় আশ্রয় সংকুচিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এক সিদ্ধান্তের পর বহিষ্কারের মুখে পড়া সিরিয়া ও হাইতির নাগরিকদের জন্য কানাডায় আশ্রয় পাওয়ার পথ আগের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে উঠেছে। নতুন অভিবাসন নীতি এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত চুক্তির কারণে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কানাডা।

একসময় শরণার্থী গ্রহণে উদার নীতি অনুসরণ করলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি সীমান্ত ও ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটির

রেন্ট ফ্রিজ অনুমোদনের মধ্যেই আবাসন প্রকল্পে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে বহুল আলোচিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত বা রেন্ট ফ্রিজ আগামী দুই বছরের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। এর ঠিক দুইদিনের মধ্যে ব্রঙ্কসের মিচেল লামা আবাসন প্রকল্পে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে রেন্ট ফ্রিজ নিয়ে নতুন প্রশ্ন ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। নুতন রেন্ট ফ্রিজ আগামী অক্টোবর থেকে।

সিটির লাখো রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড বাসিন্দার জন্য দুই বছরের ভাড়া স্থগিত অনুমোদনকে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসনের বড় রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখা হলেও, ব্রঙ্কসের একটি মিচেল-লামা হাউজিং কমপ্লেক্সে প্রায় ৩১ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির পরিকল্পনা সেই স্বস্তির মধ্যেই নতুন চাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দুই বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত একসঙ্গে সামনে আসায় নিউইয়র্কের আবাসন নীতির ভারসাম্য, ন্যায্যতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট গাইডলাইনস



বোর্ড ৭-১ ভোটে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে আগামী দুই বছরে এক ও দুই বছরের লিজে কোনো ভাড়া বৃদ্ধি হবে না, এটি বোর্ডের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুই বছরের পূর্ণ রেন্ট ফ্রিজ।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতুন লিজের ক্ষেত্রে। এটি প্রযোজ্য হবে ১৯৭৪ সালের আগে নির্মিত এবং ছয় বা তার বেশি ইউনিটবিশিষ্ট ভবনগুলোর ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টে, পাশাপাশি কিছু কর সুবিধা বা সরকারি ভর্তুকি পাওয়া ভবনেও।

এই সিদ্ধান্ত কার্যত নিউইয়র্কের বিপুল সংখ্যক ভাড়াটেকে তাৎক্ষণিক আর্থিক স্বস্তি দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বোর্ডটি প্রযুক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও এর সদস্যদের বড় অংশই মেয়র কর্তৃক মনোনীত, ফলে প্রশাসনের নীতিগত প্রভাব এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সিটি হলের বাইরে ভাড়াটে অধিকার সংগঠনগুলো এটিকে দীর্ঘদিনের ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক স্টেট প্রাইমারী নির্বাচন আগ্রহের প্রার্থীরা কে কত ভোট পেলেন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ডেমোক্রেটিক প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে যাদের অবস্থান নিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল তাদের অনেকেই বিজয় হয়েছেন আবার অনেকেই দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

এবারের নির্বাচনে গভর্ণর ক্যাথি হকুলের কোন ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যার প্রেক্ষিতে নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন।

স্টেট কম্পট্রোলার পদে থমাস ডি দিনাপলি পেয়েছেন, ৫৭৫২১২ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ড্রিউ ওয়ারশো, ১৭৫৯৩৮ ও রাজ গয়লি পেয়েছেন ১২১১৮৫ ভোট।

কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৭ মেয়র মামদানী সমর্থিত ব্র্যায়ার ভালডেজ ৩৭৫৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এঞ্চনীয় রেনেসো ২৩৯৬০ ও জুলি ওউন পেয়েছেন ৪২৩১ ভোট।

কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ১০ এ মামদানী সমর্থিত সাবেক ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্রুকলিনে সর্বনিম্ন ভাড়ায় ফ্লাট : লটারি আবেদন শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের ডাম্বো এলাকায় অবস্থিত ৯০ স্যান্ডস অ্যাপার্টমেন্টস-এ স্টুডিও ও এক শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য নতুন করে হাউজিং লটারি ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ওয়ার্ক জোনে ৩০ জুন চালু হচ্ছে স্পিড ক্যামেরা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সেতু ও টানেল এলাকায় চলমান নির্মাণকাজের জোনে গাড়ির বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণে নতুনভাবে স্পিড ক্যামেরা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। ৩০ জুন থেকে এই ক্যামেরা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (এমটিএ)।



এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো নির্মাণকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ওয়ার্ক জোনে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা কমানো। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কেউ যদি নির্ধারিত সীমার চেয়ে ১০ মাইল প্রতি ঘণ্টার বেশি গতিতে গাড়ি চালায়, প্রথমে তাকে সতর্কবার্তা দেওয়া হবে।

এরপর ধাপে ধাপে জরিমানা আরোপ করা হবে প্রথমবার ৫০ ডলার, দ্বিতীয়বার ৭৫ ডলার এবং ১৮ মাসের মধ্যে বারবার ধরা পড়লে প্রতিবার ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কুইন্সে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বর্ণাঢ্য আয়োজন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৪ জুলাই কুইন্সজুড়ে থাকছে নানা আয়োজন। ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিনোদনের সমন্বয়ে পরিবার-পরিজন ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ পেলেন সামিরাতু

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি হাইস্কুলের কৃতি শিক্ষার্থী সামিরাতু বারা এ বছরের 'আহমদ সোহান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ' লাভ করেছেন। মঙ্গলবার ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে জামালপুর জেলা সোসাইটির অভিষেক

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে জামালপুর জেলা সোসাইটির নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ২১ জুন জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আল আকসা পার্টি হলে আয়োজিত ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীদের সংগঠন সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অনিশ্চয়তায় কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সেতুর উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে ব্যস্ত স্থল সীমান্তে নির্মিত নতুন গর্ডি হাও আন্তর্জাতিক সেতু উদ্বোধন শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেতুটির মালিকানা নিয়ে আপত্তি তোলার পর থেকে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন স্থগিত রয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও পরিবহন খাতে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট এবং কানাডার উইন্ডসর, অন্টারিও শহরকে সংযুক্ত করা এই সেতুটি বহু বছরের পরিকল্পনা ও নির্মাণকাজ শেষে এখন পুরোপুরি ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শরণার্থীদের জন্য নতুন স্পনসরশিপ ভিসা চালুর ঘোষণা যুক্তরাজ্যের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরণার্থীদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ দিতে নতুন একটি 'নিরাপদ ও বৈধ' পথ চালুর ঘোষণা দিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবিসি জানিয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়, কমিউনিটি সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট শরণার্থীদের স্পনসর করে যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসতে পারবে। শুক্রবার রাতে ঘোষিত এ পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি বছরের শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com